গালাতীয় থেকে ফিলীমন

চতুর্দ্দশ অধ্যয়ন পুস্তিকা

বেদ পাঠশালা

প্রথম অধ্যায়

গালাতীয়দের প্রতি পৌলের পত্র

গালাতীয়দের উদ্দেশ্যে লেখা পৌলের পত্রটি, আমাদের পূর্ব আলোচিত পত্রগুলির থেকে ভিন্ন ধরনের। গালাতীয় পত্রটি পৌলের একটি উদ্দীপ্ত আবেগ জনিত পত্র। পৌল যখন গালাতীয়দের এই পত্রটি লেখেন মনে হয় তিনি বেশ ক্রুদ্ধ ছিলেন! (আরও সঠিকভাবে বলা যায়, এই পত্র লেখার সময় পৌল ধর্মীয় ক্রোধে পূর্ণ ছিলেন)। যদিও তাঁর পত্রগুলিতে পৌল প্রায়শই মণ্ডলীর নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করতেন, এই ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। যখন তিনি গালাতীয়দের পত্র লেখেন, পাপে রত করিন্থীয়দের সমস্যা থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে তিনি আলোচনা করে থাকেন।

স্ব-বিরোধী সুসমাচার

গালাতীয়দের প্রতি লিখিত পত্রটি পাঠ করলে আপনারা এইসব বিশ্বাসীদের প্রতি কি ঘটেছিল, সেই ধারণা লাভ করতে পারবেন। "অন্য আর কিছু নয়, অনুগ্রহেই বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া যায়," পৌলের এই সুসমাচার প্রচারের পর, মণ্ডলীর যিহুদী নেতাগণ, যেমন যাকোব, গালাতীয়দের প্রতি পৌলের শিক্ষা অনুসরণ করে, সেখানকার নূতন বিশ্বাসীদের বলেছিলেন, "পৌল তোমাদের যা শিখিয়েছেন, তা সত্য, কিন্তু ত্বক্‌চ্ছেদ প্রাপ্ত না হলে এবং মোশির ব্যবস্থা না মানলে, তোমরা পরিত্রাণ লাভ করবে না।" তাঁরা যীশুখ্রীষ্টের এইসব পরজাতির শিষ্যদের থেকে যিহুদিদের পৃথক করতে চেয়েছিলেন।

সুনিশ্চিত সুসমাচার

যখন পৌল এই ঘটনা শুনলেন যে বহু গালাতীয় বিশ্বাসী প্রকৃতই ত্বক্‌চ্ছেদ-প্রাপ্ত হচ্ছে, তিনি তাদের এই অতি আবেগময় পত্রটি লিখলেন। এক অতি সংক্ষিপ্ত, শীতল সম্ভাষণের পর, তিনি লিখলেন।

"আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তোমরা এত শীঘ্র তাঁহা হইতে অন্যবিধ সুসমাচারের দিকে ফিরিয়া যাইতেছ। তাহা প্রকৃতপক্ষে কোনো সুসমাচার নয়; কেবল

এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা তোমাদিগকে অস্থির করে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিকৃত করিতে চায়। কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে - আমরাই করি কিম্বা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক - তবে সে শাপগ্রস্ত হউক। আমরা পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রুপ আমি এখন আবার বলিতেছি তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর কোন সুসমাচার যদি কেহ তোমাদের নিকট প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক," (গালাতীয় ১:৬-৯)।

গ্রীক ভাষায় শেষ শব্দটি হল, 'Damned' (শাপগ্রস্ত)। এটা একটি ভয়ংকর মন্তব্য - অন্য সমস্ত পত্রগুলোতে পৌল যে সব মন্তব্য করেছেন, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর। পৌল বলছেন, "কেবলমাত্র একটি সুসমাচার আছে - যে সুসমাচার আমি তোমাদের কাছে প্রচার করিয়াছি। আমার পরিচর্য্যা অনুসরণকারী কোন কোন ব্যক্তি তোমাদের কাছে অন্য সুসমাচারকে বিকৃত করিয়া তুলিতেছে।"

পৌল এখানে স্ববিরোধী ধর্ম সম্পর্কেই কথা বলছেন। পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা পুস্তকগুলিতে ও বিচারকর্তৃগণের পুস্তকে আমরা এই শব্দটির উল্লেখ দেখতে পাই (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩ অধ্যায়)। 'স্ববিরোধী ধর্মের' অর্থ হল, "যা তুমি একদা বিশ্বাস করতে, তার থেকে সরে যাওয়া।" পৌল এই স্ববিরোধী ধর্মকে এক আত্মিক ব্যাধিরূপে (Cancer) দেখেছিলেন, যা করিন্থীয় মণ্ডলীর সমস্যা থেকে অনেক বেশী মন্দ ছিল। সেইজন্য পৌল যখন গালাতীয়দের এই পত্রটি লিখলেন, তিনি গালাতীয়দের কাছে প্রচারিত স্ব-বিরোধী সুসমাচারের সঙ্গে তাঁর প্রচারিত চূড়ান্ত সত্য সুসমাচারের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কাজেই এই পত্রটিতে পৌলের প্রচারিত অনুগ্রহের সুসমাচারের এক অসাধারণ বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। করিন্থীয়দের, রোমীয়দের ও গালাতীয়দের প্রতি পত্রে, পৌল সুস্পষ্টভাবে ও জোরের সঙ্গে, প্রত্যেক জীবের কাছে যে সুসমাচার ঘোষণা করার নির্দেশ যীশু তাঁর মণ্ডলীকে দিয়েছিলেন, সেই সুসমাচারের উল্লেখ করেন ও প্রচার করেন।

একজন সত্য প্রেরিত

এই পত্রের প্রথম দুটি অধ্যায়ে, পৌল তাঁর নিজ জীবন ও পরিচর্য্যা সম্পর্কে কয়েকটি অসাধারণ দাবী উপস্থিত করেছেন। তিনি দাবী করেছেন, যে দম্নেশকের পথে তাঁর মন পরিবর্তনের পর, তিনি আরবদেশে তিন

বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন, যখন পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট স্বয়ং তাঁকে শিক্ষাদান করেছিলেন। তিনি আরও দাবী করেছেন যে, চৌদ্দ বৎসর পর তিনি যিরূশালেমে যান এবং যাকোব, পিতর ও মণ্ডলীর অন্যান্য নেতৃবর্গ দ্বারা বৈধ প্রেরিতরূপে সমর্থিত হন। প্রেরিতগণ স্থির করেন যে, পৌল পরজাতিয়দের কাছে এবং অন্যান্যরা যিহূদিদের কাছে সুসমাচার প্রচার করবেন (গালাতীয় ২:৭)।

গালাতীয়দের উদ্দেশ্যে লেখা পৌলের এই পত্রটিই হল একমাত্র পত্র যেটি তিনি নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অন্যান্য পত্রগুলি লেখার সময় তিনি একজন লিপিকারের সাহায্য নিয়েছিলেন কারণ সম্ভবতঃ তখন তিনি ভালভাবে দেখতে পেতেন না। তাঁর 'দেহের একমাত্র কাঁটা' ছিল, তাঁর দুর্বল দৃষ্টিশক্তি, যা তাঁকে প্রায় অন্ধ করে তুলেছিল (২ করিন্থীয় ১২:৭)। এই পত্র লেখার সময় পৌল এত উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, সম্ভবতঃ লিপিকারের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন নি। এই পত্র লেখার সময় পৌল খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন কারণ বিশ্বাসী গালাতীয়দের কাছে তিনি যে অনুগ্রহের বার্তা প্রচার করেছিলেন, তা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্যভার ঃ আমরা দেখতে পাই যে পৌল ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কারণ সুসমাচার পরিবর্তন করা হয়েছিল। গালাতীয়দের প্রতি পৌলের পত্রটি পুনরায় পাঠ করুন এবং দেখুন আপনি প্রথমে সেই বিকৃত সুসমাচার ও পরে পৌল প্রচারিত চূড়ান্ত সুসমাচারের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারেন কিনা। এটা আপনাকে পৌলের বক্তব্য ও খ্রীষ্টের সুসমাচার অনুধাবনে সাহায্য করবে। এই পত্রের অধ্যায়টি ফিলিপীয়দের প্রতি পৌলের পত্রের প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করুন। যেহেতু পৌল কারাগারে ছিলেন, পৌলের পরিবর্তে ভ্রাতৃগণ সুসমাচার প্রচার করছিলেন। পৌল আনন্দিত হয়েছিলেন কারণ সত্য সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল। এটি তুলনা করে দেখুন গালাতীয়দের কাছে প্রচারিত বিকৃত সুসমাচারের দ্বারা পৌল কি অনুভব করে ছিলেন।

বিপরীতগামী সুসমাচার

আমরা দেখেছি যে গালাতীয়দের প্রতি লিখিত পৌলের সংক্ষিপ্ত পত্রের প্রথম অধ্যায়ের মূল বক্তব্য হলো খ্রীষ্টের সুসমাচার। দ্বিতীয় অধ্যায়ে,

আমি মনে করি এক 'বিপরীতগামী সুসমাচারের' কথা উপস্থাপিত হয়েছে।

এখানে প্রেরিত পৌলের মহান সুসমাচার শিক্ষা, পিতরের সঙ্গে সম্পাদিত সুতীক্ষ্ণ বিতণ্ডার আলোকে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিচার্য বিষয়টির উৎপত্তির কারণ হলো, যীশুর বহু শিষ্য, যাঁরা পূর্বে যিহূদী ছিলেন, তাঁরা মনপরিবর্তনের পরেও যতটা সম্ভব যিহূদী ঐতিহ্য ধরে রাখতে চাইছিলেন।

যিরূশালেমে অনুষ্ঠিত মণ্ডলীর প্রথম সমাবেশেই এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। স্থির করা হয়েছিল যে, যেহেতু যীশুর যিহূদী শিষ্যগণ ঐ সকল যিহূদী ঐতিহ্যকে তাদের পরিত্রাণের উপায় বলে বিশ্বাস করছেন না, তাদের যিহূদী মশীহের প্রথাগুলি ধরে রাখার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই। কিন্তু তখন এটাও স্থির করা হয় যে, যীশুর পরজাতীয় শিষ্যগণের জন্য ঐ সকল যিহূদী প্রথা মান্য করার প্রয়োজন নেই। যিহূদী শিষ্যগণকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় যে তারা যেন পরজাতীয় বিশ্বাসীদের উপর এরূপ বোঝা না চাপায়।

কিন্তু, যিরূশালেমে অনুষ্ঠিত সভার পরেও বিষয়টি বিতর্কিত থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে বহু যিহূদী ও পরজাতীয় বিশ্বাসীগণ ছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে বসবাস করতেন ও একই সঙ্গে আহার করতেন। যেহেতু এই সমস্যার সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসের প্রশ্ন জড়িত ছিল, আহারের সময়, তাদের জন্য স্পষ্টতঃ দুটি টেবিলের ব্যবস্থা থাকতো। একটি টেবিলে তারা যিহূদী আহার-আচরণ পালন করত, অন্যটিতে করত না।

যখন প্রেরিত পৌল আন্তিয়খিয়াতে গিয়েছিলেন, সকলেই ভেবেছিল, তিনি কোন্ টেবিল মনোনীত করবেন। কিন্তু তিনি পরজাতীয়দের আসনে বসলেন এবং অ-ইহূদী খাদ্য গ্রহণ করলেন। পিতর এত অভিভূত হয়ে গেলেন যে, তিনি পৌলের সঙ্গে পরজাতীয়দের আসনে উপবিষ্ট হলেন। পিতর দৃশ্যতঃ প্রায়ই এরূপ কাজ করেছিলেন।

অবশ্য একদিন, যিরূশালেম থেকে, যিহূদী ব্যবস্থার প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠাশীল একদল ব্যক্তি, দরজার কাছে উপস্থিত হল। মনে হয় পৌল দরজার দিকে পৃষ্ঠদেশ ফিরিয়ে বসেছিলেন, আর পিতরের মুখ ছিল দরজার

দিকে। যখন পিতর যিরূশালেম থেকে আগত ঐ আইনজ্ঞ যিহূদী শিষ্যগণকে দেখতে পেলেন, তিনি পরজাতীয়দের আসন পরিত্যাগ করে, যিহূদিদের আসনের দিকে এগিয়ে গেলেন। বার্ণাবাস, যিনি পিতর ও পৌলের সঙ্গে একত্রে পরজাতীয়দের আসনে বসে আহার গ্রহণ করছিলেন, তিনিও মনে হয় পিতরকেই অনুসরণ করলেন। আর ঠিক তখনই পৌল ফিরে তাকালেন, আর দেখতে পেলেন দরজার কাছে কারা দাঁড়িয়ে আছেন।

পৌল অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন! গালাতীয় ২:১১ পদে পৌল বলেছেন "যখন পিতর আন্তিয়খিয়ায় আসিলেন, তখন আমি মুখের উপরেই তাঁহার প্রতিরোধ করিলাম, কারণ তিনি দোষী হইয়াছিলেন।" মূল গ্রীক্ ভাষায় বলা হয়েছে, এই সংঘর্ষের সময় তাদের চিবুক পরস্পরের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে পৌল আমাদের, আমি যাকে 'বিপরীতগামী সুসমাচার' বলেছি, সেটি প্রদান করেছেন।

পিতরের সঙ্গে সংঘর্ষের পর পৌল আমাদের কাছে এই মহান অভিমত প্রকাশ করেন - "খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশোরোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে, আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিফল করি না, কারণ ব্যবস্থা দ্বারা যদি ধার্মিকতা হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্ট অকারণে মরিলেন" (গালাতীয় ২:২০-২১)।

পৌল একান্তভাবে বলছেন, "সুসমাচার এই যে খ্রীষ্ট মরিলেন, যেন তুমি জীবন লাভ কর। কিন্তু এখানে বিপরীত সুসমাচার প্রদত্ত হচ্ছে - এখন তুমি মৃত্যু বরণ করবে, যেন খ্রীষ্ট জীবিত হন।" আমরা জানি গালাতীয় ২:২০ পদে পৌল সত্য সত্যই মৃত্যুর কথা বলছেন না, কারণ এই একটিমাত্র পদে তিনি তিনবার বলেছেন, "আমি জীবিত"। পৌল এখানে প্রকৃতই জীবিত থাকার কথা বলছেন। তিনি প্রকৃতই জীবিত - এই সপক্ষে এই একটিমাত্র পদে তিনি তিনটি কারণ দেখিয়েছেন ঃ

প্রথমতঃ পৌলের মূল কথা হল, "আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে যাপন করিতেছি।" আমি বর্তমান জগতে প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করছি এবং আমি অনন্তকাল জীবিত থাকবো - কারণ আমি খ্রীষ্টে

বিশ্বাস করে জীবনযাপন করছি। নানাবিধ ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন পালন করে স্বর্গে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি না।

দ্বিতীয়তঃ তিনি দাবী করছেন, "আমি জীবিত কারণ খ্রীষ্ট আমার মধ্যে জীবিত আছেন।" পৌল, যীশু খ্রীষ্টের পুনর্জন্মপ্রাপ্ত শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করছেন, "তোমার কি মনে হয় না, খ্রীষ্ট তোমার মধ্যে জীবিত আছেন? তুমি ঠিক জান না তোমার দেহ ঈশ্বরের মন্দির এবং খ্রীষ্ট সত্যই তোমার মধ্যে জীবিত আছেন," (১ করিন্থীয় ৬:১৯)। "তোমাদের মধ্যবর্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা" (কলসীয় ১:২৭) - এটি এক বলিষ্ঠ শিক্ষা।

অবশেষে, পৌল পিতরকে যা বলছেন, তার মূল কথা হল, "আমি জীবিত কারণ আমি খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশোরোপিত হইয়াছি।" তিনি পিতরকে বলছেন — "আন্তিয়খিয়ার বিশ্বাসীগণ, গালাতীয়গণ এবং তুমি ও আমি, যেহেতু খ্রীষ্ট মরিলেন, যেন আমরা জীবিত থাকি, এখন আমাদের অবশ্যই 'মৃত্যুবরণ' করতে হবে, যেন খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে জীবিত থাকেন। এই অভিমতের সঙ্গে, রোমীয়দের উদ্দেশ্যে লিখিত পৌলের বক্তব্য - "তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিতবলিরূপে উৎসর্গ কর" — (রোমীয় ১২:১) এর মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বাসে জীবিত থাকার কারণে আপনি কি প্রকৃতই জীবিত? খ্রীষ্ট আপনার মধ্যে জীবিত আছেন, এই কারণেই কি আপনি সত্যই জীবিত? খ্রীষ্ট মরেছেন, যেন আপনি জীবিত থাকেন, এ কথা বিশ্বাস করেই কি আপনি জীবিত আছেন? খ্রীষ্ট যেন জীবিত থাকেন তারজন্য আপনি কি নিজেকে মৃত করছেন? আপনি কি বিপরীতমুখী সুসমাচারের অভিজ্ঞতা লাভ করছেন?

রূপকে সুসমাচার

গালাতীয় তিন ও চার অধ্যায়ে, পৌল যা বর্ণনা করেছেন, আমি সেটাকে 'রূপকে সুসমাচার' বলে অভিহিত করি। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি আটটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। যদি আপনি শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করে, তারপর পৌলের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, আপনি দেখতে পাবেন, তিনি এখানে কাজ নয় কিন্তু বিশ্বাসের স্বপক্ষে খুব শক্তিশালী যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। পৌল এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, মোশির ব্যবস্থার বাধ্য হওয়ার কারণে আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি না।

এই তৃতীয় অধ্যায়ে পৌল দুটি রূপকের অবতারণা করেছেন। প্রথম রূপকটি হল অব্রাহাম - যিনি নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের দেখিয়েছেন যে, বিশ্বাস কোন বুদ্ধি বা কাজের ব্যাপার নয়, এটা আমাদের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত দান। অব্রাহাম এই বিশ্বাসের দান লাভ করেছিলেন। তিনি এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্য বেতনরূপ লাভ করেন নি। এইজন্য যখন অব্রাহামের বয়স পঁচাত্তর বৎসর এবং ঈশ্বর তাঁকে বললেন যে তিনি, পৃথিবীর বেলাভূমিতে বালুকারাশির ন্যায় এবং আকাশের তারকারাজির ন্যায় অগণিত সন্তানের পিতা হবেন, অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন। যেহেতু অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁকে ধার্মিক ঘোষণা করেছিলেন। এই উদাহরণে পৌল আমাদের বলছেন যে যদি আমাদের পরিত্রাণের বিশ্বাস থাকে কারণ আমরা খ্রীষ্টের সুসমাচার বিশ্বাস করেছি, তবে আমরা অব্রাহামের সন্তান।

পৌলের দ্বিতীয় উদাহরণ আমাদের ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। পৌল লিখেছেন, "ব্যবস্থা খ্রীষ্টের কাছে আনিবার জন্য আমাদের বিদ্যালয় শিক্ষক" (গালাতীয় ৩:২৪)। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যবস্থার কাজ হল, আপনাকে ভগ্ন করা এবং দেখানো যে আপনার একজন ত্রাণকর্তা প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন, "কারণ ব্যবস্থা দ্বারা যদি ধার্মিকতা হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্ট অকারণে মরিলেন" (গালাতীয় ২:২১)। একথা সত্য যে আপনি কখনও নিজের পরিত্রাণ নিজে সাধন করতে পারেন না কারণ আপনি কখনও এই সকল ব্যবস্থা পালন করতে পারেন না। ব্যবস্থা এক কঠিন শাসক যে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আপনার পরিত্রাণ সাধন করে।

চতুর্থ অধ্যায়ে পৌল আর একটি রূপক উপস্থাপিত করেছেন। এখানে আমরা বাইবেলসম্মত ব্যাখ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি লাভ করি। শাস্ত্রের বহু ঘটনার মধ্যে আমরা ইতিহাস ও রূপক উভয়ই দেখতে পাই। রূপক হল এমন এক কাহিনী, যার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি, স্থান ও বস্তুর একটা অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে, যা আমাদের নৈতিকভাবে ও আত্মিকভাবে শিক্ষা দান করে। যখন আমি বাইবেলের কোন ঘটনা বা চরিত্রকে রূপক বলে মনে করি, আমি কোন ক্রমেই বলি না যে সেই ঘটনা বা চরিত্র ঐতিহাসিক নয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পৌল লিখেছেন, "অব্রাহামের দুইজন

পুত্র ছিল।" এটি এক ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু দুই পুত্র একটি রূপকও উপস্থাপিত করে। প্রথম পুত্র (আপন স্ত্রীর মিশরীয় দাসী হাগারের মাধ্যমে অব্রাহাম যার পিতা হয়েছিলেন), ইশ্মায়েল, মাংসিক কাজের একচিত্র - যার অর্থ "ঈশ্বরের সহায়তাবিহীন মানব প্রকৃতির" চিত্র। ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন, তিনি তাঁকে একটি পুত্র প্রদান করবেন এবং অব্রাহাম সেই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। এখন তখনকার দিনে হাগারের ন্যায় দাসীর গর্ভে সন্তান লাভ প্রচলিত প্রথাই ছিল। কিন্তু সমস্যা হল, ঈশ্বরের নয় কিন্তু অব্রাহামের পরিকল্পনা অনুসারে ইশ্মায়েল এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। হাগার ও ইশ্মায়েলের কাহিনী মাংসিক অভিলাষের একটি রূপক। যখন আপনি নিজেই নিজের জন্য কিছু করছেন এবং আপনার পরিকল্পনার উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করছেন, পৌল সেটাকে মাংসের অভিলাষ বলছেন।

বিপরীত ক্রমে, অব্রাহাম যখন সারার মাধ্যমে পুত্র ইস্হাকের পিতা হলেন, সেটি একটি আত্মিক রূপক কাহিনী কারণ একমাত্র ঈশ্বরের পক্ষেই তা সাধন করা সম্ভব হয়েছিল। আমরা জানি তখন, "অব্রাহাম ও সারা বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক ছিলেন; সারার স্ত্রীধর্ম নিবৃত্ত হয়েছিল," (আদি ১৮:১১)। ইস্হাকের জন্ম এক অলৌকিক ঘটনা।

পৌল গালাতীয়দের এবং আপনাকে ও আমাকেও বলছেন যে কাজের দ্বারা আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি না। ঈশ্বর অবশ্যই যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিত্রাণ সাধন করেছিলেন। আমরা যেন ঈশ্বরের পরিত্রাণ লাভ করতে পারি, এইজন্য পবিত্র আত্মা আমাদের বিশ্বাস ও অনুতাপের অনুগ্রহ প্রদান করেছেন। সেই পরিত্রাণ ঈশ্বরের দান। মোশির ব্যবস্থা পালন করে আমরা রক্ষা পেতে পারি না। আমরা রক্ষা পেয়েছি বলেই মোশির ব্যবস্থা পালন করি। এটাই হল গালাতীয়দের প্রতি সাধু পৌলের পত্রে লিখিত সুনিশ্চিত সুসমাচারের মূলকথা।

নিজের কাছে সৎ থাকুন। আপনি কি কখনও এমন চিন্তা করেছেন যে, আপনি যথেষ্ট ভাল হয়ে অথবা নিজেকে রক্ষার জন্য একগুচ্ছ নিয়ম পালন করে, নিজেই নিজের পরিত্রাণ সাধন করতে পারেন? পৌলের মতানুসারে এই ধরনের "পরিত্রাণ" মাংসিক, গালাতীয়দের কাছে পৌল প্রচার করেছিলেন যে সুনিশ্চিত সুসমাচার সেটাই হল যখন আমরা

অলৌকিক ভাবে আত্মায় পুনর্জন্ম লাভ করি। এটা হল পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিত্রাণ লাভ।

সংগৃহীত সুসমাচার

গালাতীয়দের প্রতি পত্রের উপসংহারে পৌল 'মাংসিক কাজ' ও 'আত্মার ফলের' মধ্যে বৈপরীত্য প্রদর্শন করেছেন। প্রকৃত বিশ্বাসীর জীবনে মাংস ও আত্মা এই দুটি শক্তিই কার্য্যকরী থাকে - বলা যায় সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে।

আমরা বলতে পারি এখানে পৌল সংগৃহীত সুসমাচারের বর্ণনা করেছেন। এখানে পৌল শস্য বপন ও ছেদনের উপমা ব্যবহার করেছেন। আমাদের জীবন যেন এক উদ্যান। পৌল বলছেন আমাদের জীবন উদ্যানে দুটি সম্ভাবনা আছে। আমরা মাংসিক বপন ও বৃদ্ধি করতে পারি অথবা আমরা আত্মার বীজ বপন ও বৃদ্ধি করতে পারি। যখন আমরা আমাদের জীবন উদ্যানে আত্মার 'বীজ' বপন করি, তিনি বলছেন তখন আমরা 'আত্মার ফল' লাভ করতে পারি।

পৌল লিখেছেন, "আবার মাংসের অবশ্যম্ভাবী ফল হল - বেশ্যাগমন, অশুচিতা, স্বৈরিতা, প্রতিমাপূজা, কুহক, নানা প্রকার শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, মাৎসর্য্য, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ। এই সকলের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অগ্রে বলিতেছি, যেমন পূর্বে বলিয়াছিলাম, যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবেন না। কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন; এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাই" (গালাতীয় ৫:১৯-২২)।

এই অনুচ্ছেদটি মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে খুবই বাস্তব। এখানে বলা হচ্ছে যখন আপনি পবিত্র আত্মা লাভ করেন, আপনার মাংসিক প্রকৃতি বিলুপ্ত হয় না, আপনার মধ্যে তখনও মন্দভাব থাকতে পারে। এখানে, গালাতীয় ৫ অধ্যায়ে পৌল বলছেন, "এই দুই প্রকৃতি আপনার মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে।" প্রত্যেক দিন আমাদের আভ্যন্তরিক মনুষ্যের মধ্যে একটা যুদ্ধ চলতে থাকে।

আত্মার ফল

ষষ্ঠ অধ্যায়ে এসে, আমরা নিম্নলিখিত সুপরিচিত বাক্যগুলি পাঠ

করি ঃ "তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না, কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে। ফলতঃ আপন মাংসের উদ্দেশে যে বুনে, সে মাংস হইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে, কিন্তু আত্মার উদ্দেশে যে বুনে, সে আত্মা হইতে অনন্ত জীবনরূপ শস্য পাইবে।" পৌল আমাদের বলছেন, আমরা যারা আত্মিক, আমরা আত্মার বশে জীবনযাপন করব, আত্মা দ্বারা পরিচালিত হব, আমাদের জীবনে আত্মিক বিষয়ের বীজ বপন করব এবং আত্মিক ফল উৎপাদন করবো।

অন্তরে দৃষ্টিপাত

পৌলের মতানুসারে, যদি পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে অবস্থিতি করেন, তবে তার গৌরবজনক নয়টি বাস্তব প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। যদি পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে থাকেন, তবে অন্তরে দৃষ্টিপাত করলে, আমরা প্রথমে আত্মার তিনটি ফল - ভালবাসা, আনন্দ ও শান্তি আবিষ্কার করতে পারব।

এখানে পৌল যে ভালবাসার কথা বলছেন, সেটি হল প্রথম করিন্থীয় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত সেই বিস্ময়কর ভালবাসা। বাইবেলে ভালবাসার এই মহান অধ্যায়ে, তিনি আমাদের বলেছেন, এই ধরনের ভালবাসা অক্ষয় কারণ এটি শর্তবিহীন এবং অদম্য কারণ যারা এরূপ ভালবাসে, তাদের উদ্দীপ্ত করে তোলে। যখন এই বিস্ময়কর ভালবাসা আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছুরিত হয়, সে ভালবাসা আমাদের মধ্য থেকে নয় কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে।

পৌল লিখেছেন আনন্দও আত্মার একটি ফল - আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মার গৌরবজনক অবস্থিতি থেকে যা নির্গত হয়। পৌল কারাগার থেকেও এরূপ 'আনন্দের পত্র' (যা তিনি ফিলিপীয়দের লিখেছিলেন) লিখতে পেরেছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরের পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আপনি ও আমি এরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হতে পারি, যদি পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করেন। যদি পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে বাস করেন, কষ্ট ও যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী হলেও, দুঃখব্যাথা আমাদের জন্য সব সময়েই ঐচ্ছিক।

আত্মার পরবর্তী ফল হল শান্তি। যদি পবিত্র আত্মা আমরা লাভ

করি, তাহলে যখন স্বাভাবিক আমাদের শান্তি থাকতে পারে না, তখনও আমরা শান্তি ভোগ করতে পারি। পৌল এটিকে 'মানব-বুদ্ধির অতীত শান্তি' বলে অভিহিত করেছেন অথবা 'সমস্ত চিন্তার অতীত' শান্তি বলে উল্লেখ করেছেন (ফিলিপীয় ৪:৭)।

চারিদিকে দৃষ্টিপাত

পবিত্র আত্মার ভালবাসা, আনন্দ ও শান্তির জন্য আমরা আমাদের অন্তরের দিকে তাকাই। কিন্তু পবিত্র আত্মার পরবর্তী তিনটি ফল - ধৈর্য্য, দয়া ও মঙ্গলভাবের জন্য, আমরা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি। আত্মার এই ফলগুলির অভিজ্ঞতা আমরা পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি।

যদি আপনি স্বভাবতঃ সহিষ্ণু ব্যক্তি না হন এবং আপনার মধ্যে পবিত্র আত্মা অবস্থিতি করেন, তাহলে আপনার মধ্যে পবিত্র আত্মা থেকে উদ্ভূত ধৈর্য্যশীলতা আপনি অলৌকিকভাবে অনুভব করবেন। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি ধৈর্য্যশীল, আপনার ধৈর্য্য "বিশ্বাসজাত"। যখন অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি সেই ধৈর্য্য প্রদর্শন করেন, সেই ধৈর্য্যকে বলা যায় "ভালবাসা জাত"। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অনেক সময়, আমাদের সন্তানদের জীবনে প্রভুর কাজের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। তখন আমাদের ধৈর্য্য এক অতিপ্রাকৃত ধৈর্য্য, ভালবাসার রূপ পরিগ্রহ করে অপেক্ষারত থাকে, কারণ এটি তখন আত্মার ফল।

আত্মার পরবর্তী ফল হল, দয়াশীলতা। ইংরাজী kindness (দয়াশীলতা) শব্দটি 'kin' বা 'পরিবার' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সেইজন্য দয়াশীলতার অর্থ হল আপনি সকলের সঙ্গে আপনার পরিবারের সদস্যরূপে ব্যবহার করবেন।

আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মার যে তৃতীয় ফলটি কার্য্যকরীহল, সেটি হল মঙ্গলভাব। নূতন নিয়মে যীশু সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তিনি হিতকার্য্য করিয়া বেড়াইতেন" (প্রেরিত ১০:৩৮)। হিতকার্য্য আমাদের রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু মঙ্গলভাব পোষণ করা বা হিতকার্য্য সাধন করার মধ্যে দোষের কিছু নাই। জন ওয়েস্‌লি বলেছেন, "হিতকার্য্য কর - যতটা তুমি করতে পার, যেস্থানে করতে পার, যার প্রতি করতে

পার, যে কোনভাবে এবং যতদিন সম্ভব তুমি হিতকার্য্য করতে থাক।" শুধুমাত্র হিতকার্য্য করুন। যখন আমরা আমাদের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি, আমরা আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মার ফল - ধৈর্য্য, দয়াশীলতা ও মঙ্গলভাব দেখতে পাই।

ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত

আত্মার শেষ তিনটি ফল - বিশ্বস্ততা, মৃদুতা - (বা ভদ্রতা), ইন্দ্রিয় দমন - তখনই প্রযুক্ত হয়, যখন আমরা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উপর গুরুত্ব প্রদান করি।

"নির্ভরশীলতা" শব্দটি দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বস্ততার অর্থ প্রকাশ করা যায়।

দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে আমার কোনপ্রকার শৃঙ্খলা ছিল না। কিন্তু যখন থেকে আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার আগমন হয়, আমরা আমাদের জীবনে শৃঙ্খলা ও নির্ভরশীলতার উপস্থিতি অনুভব করি।

মৃদুতা (বা ভদ্রতা) আত্মার আর একটি ফল। মৃদুতা দুর্বলতা নয়। যখন শক্তিশালী অশ্বের মুখে লাগাম পরানো হয়, অশ্বটি দুর্বল হয়ে যায় না - সে মৃদুশীল হয়ে যায়। তার্ষ নগরের শৌল, দম্মেশকের পথে পুনরুত্থিত যীশুর লেখা আছে, যীশু শৌলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন তুমি আমাকে তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করছো?" প্রকৃত প্রশ্নটি হল, "কেন তুমি লাগাম ছাড়া কাজ করছো?" যখন শৌল উত্তর দিলেন, "প্রভু, আপনি আমাকে কি করতে বলেন? - শৌল লাগাম পরলেন এবং মৃদুশীল হয়ে গেলেন।

যখন কোন বলশালী অশ্ব মৃদুশীল হয়ে যায়, সে ভদ্র হয়ে উঠে। মৃদুশীলতার ন্যায় ভদ্রতাও এক প্রকার শক্তি নিয়ন্ত্রণকারী গুণ। মৃদুশীলতার সঙ্গে সমার্থকভাবে এক ধরনের ভদ্রতা, আত্মার ফল হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যায়। এটি এমন এক ভদ্রতা, যা সেইসব মানুষের জীবনে আত্মার ফলরূপে প্রতিভাত হয়, যারা তাদের জীবনে পবিত্র আত্মা ও পুনরুত্থিত যীশুর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

পৌল উল্লেখিত আত্মার শেষ ফলটি হল ইন্দ্রিয়দমন। একটি বড় কোম্পানীর প্রধান কর্মসচিব, যাঁর অধীনে হাজার হাজার কর্মচারী কাজ করেন, একবার আমাকে বলেছিলেন, "অনেক মানুষ চাকার মতো, ঠেলে

না দিলে তারা কাজ করে না। অনেকে আবার এমন গাড়ীর মত, যাদের অন্য গাড়ীর সাহায্যে টানতে হয়। অনেকে আবার ঘুড়ির মত, সূতো ধরে না থাকলে তারা উড়ে যায়। অবশ্য কয়েকজন ভাল ঘড়ির মতো, খাঁটি সোনায় তৈরী, স্পষ্টভাবে দেখা যায়, নির্ভুল সময় দেয়, নির্ভরযোগ্য, নীরবে কাজে ব্যস্ত এবং সব সময় হিতকার্য্য করে।"

গালাতীয়দের প্রতি পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে, প্রেরিত পৌল বলছেন, যদি আমরা আমাদের অন্তরে বসবাসকারী পবিত্র আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই, তবে আমাদের ঠেলতে হবে না, টানতে হবে না বা সূতো ধরেও থাকতে হবে না। আমরা একটা উত্তম ঘড়ির ন্যায় - আত্ম-নিয়ন্ত্রিত, নির্ভরযোগ্য, সদাব্যস্তহয়ে মঙ্গলকার্য্য সাধন করে যেতে পারব।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইফিষীয়দের প্রতি পৌলের পত্র

সুসমাচার প্রচারকালে পৌল যে সকল স্থানে মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন, তারমধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিককাল তিনি ইফিষ নগরীতে অতিবাহিত করেন। এই ইফিষে, টারানাস বিদ্যালয়ে পৌলের একটি শিক্ষালয় ছিল, যেখানে প্রত্যহ সকাল এগারোটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত তিনি শিক্ষাদান করতেন। পৌলের এই শিক্ষালয়ের ছাত্রগণ, ইফিষীয় মণ্ডলীকর্তৃক স্থাপিত অন্যান্য উপমণ্ডলীতে পালক হিসাবে কাজ করতেন। ইফিষীয় মণ্ডলীর ভার তীমথিয়ের উপর অর্পিত ছিল। এই উপমণ্ডলীগুলি স্মুর্ণা, পর্গাম, থুয়াতীরা, সার্দ্দি, ফিলাদিলফিয়া ও লায়দিকেয় নগরীতে অবস্থিত ছিল। এই ছয়টি মণ্ডলী ও ইফিষীয় মণ্ডলী - মোট এই সাতটি মণ্ডলীর কথা আপনি প্রকাশিত বাক্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে দেখতে পাবেন। হতে পারে ইফিষীয়দের প্রতি এই পত্রটি ঐ সাতটি মণ্ডলী ও তৎসহ কলসীয় মণ্ডলীতে পর্য্যায়ক্রমে পাঠান হয়েছিল।

পৌলের দ্বারা লিখিত পত্রগুলির মধ্যে, এই ইফিষীয়দের প্রতি লিখিত পত্রটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইফিষীয় ১:৩ পদে, ইফিষীয়দের প্রতি

পৌলের এই পত্রটির মূল বক্তব্য লিখিত হয়েছে — "ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্বাদ করিয়াছেন।" পৌল আমাদের বলছেন, "তোমরা পুর্নজন্ম প্রাপ্ত, আত্মা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বাসী হিসাবে জীবন ধারণের জন্য, প্রয়োজনীয় সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদ লাভ করেছ।" তারপর তিনি বলছেন, সেই আশীর্বাদ হল, "স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টের সঙ্গলাভ"। (পদ ৩) পৌল ইফিষীয়দের (এবং আপনাকে ও আমাকেও) বলছেন, এই জগতে আত্মিক ব্যক্তিরূপে জীবনযাপনের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু আছে। অবশ্য সেই আত্মিক আশীর্বাদ স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আছে।

বর্তমান তুরস্কে ইফিষীয় ও এইসব অন্য মণ্ডলীগুলি অবস্থিত ছিল। পৌলের সম্মুখে, আজ আমরা যেটিকে এশিয়া মাইনর বলি, পৃথিবীর সেই অংশ নিয়ে রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ গঠিত ছিল। যেহেতু ইফিষের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম ছিল এবং এটি একটি সামুদ্রিক স্বাস্থ্যনিবাস ছিল, এখানে সম্রাট, সেনেটর ও ধনী ব্যক্তিগণের গ্রীষ্মকালীন আবাস গড়ে উঠেছিল। পৌল যখন ইফিষে ছিলেন, তখন রোমের গৌরব সর্ব শীর্ষে পৌঁছেছিল।

পৌল যখন ইফিষে ছিলেন, তখন আরও অনেক কিছুই শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। আজকালকার দিনে ইফিষে প্রতিমাপূজা, অনৈতিক, অশ্লীল নানা ঘটনার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। পৌল রোম সাম্রাজ্যের এই অনৈতিক অংশে বসবাসকারী বিশ্বাসীগণকে বল্‌তে চেয়েছিলেন, "রোম সাম্রাজ্যের এই পঙ্কিল ও পাপপূর্ণ অংশে বাস করেও, তোমাদের পক্ষে খ্রীষ্টে স্বর্গীয় স্থানে, পবিত্র ব্যক্তিরূপে বাস করা সম্ভব।"

পৌল তৃতীয় স্বর্গে নীত হওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছেন (২ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়)। পণ্ডিতগণ বলেন যে লুস্ত্রায় যখন তাঁকে প্রস্তরাঘাত করা হয়েছিল, তখন তাঁর প্রতিই এই ঘটনা ঘটেছিল (প্রেরিত ১৪:১৯)। আমার মনে হয় এই অভিজ্ঞতার পর, পৌল স্বর্গের দিকে এক পা বাড়িয়ে ছিলেন। এবং তিনি আমাদের বলছেন, এই জগতে বসবাস করার কালেই আমরা স্বর্গীয় স্থানে, খ্রীষ্টের সঙ্গে বাস করতে পারি। যেহেতু খ্রীষ্ট অনন্ত, আমরা খ্রীষ্টে জীবনধারণ করলে ঠিক সেইভাবেই অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি। এটাকেই পৌল "খ্রীষ্টে স্বর্গীয় স্থানে" বাস করা বলছেন।

পৌলের অন্যান্য পত্রের ন্যায়, এই পত্রেও আমরা একটি শিক্ষাসম্বন্ধীয়

ও একটি বাস্তব অধ্যায় দেখতে পাই। ইফিষীয়দের প্রতি পত্রে ছয়টি অধ্যায় আছে। অধিকাংশ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন যে প্রথম তিনটি অধ্যায় মতবাদ বা শিক্ষা সম্বন্ধীয় এবং চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় বাস্তব বা প্রয়োগ সম্বন্ধীয় অধ্যায়।

আমি বিশ্বাস করি শিক্ষা সম্বন্ধীয় অংশটি প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের ১৬ পদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রথম ১৬ পদে পৌল আমাদের মণ্ডলী সম্পর্কে কতকগুলি মহান সত্য শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি আমাদের মণ্ডলীর নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন। নিগূঢ় তত্ত্বের অর্থ হল, "এক গোপন কথা যা শীঘ্র বা আরও পরে প্রকাশিত হবে।" পঞ্চাশত্তমীর দিন পর্য্যন্ত কেউই জানতো না যে একদিন যিহূদীগণ ও পরজাতীয়গণ খ্রীষ্টে এক হবেন এবং তাঁর মণ্ডলীতে একত্রে সমাবেত হবেন। পৌল চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ১৬ পদে, কিভাবে মণ্ডলীকে কাজ করতে হবে, সে সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, তাঁর মণ্ডলী বিষয়ক শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন।

অধিকন্তু মণ্ডলীর প্রকৃতি ও কাজ সম্পর্কে পৌলের অনুপ্রাণিত উপদেশ ছাড়াও ইফিষীয় পুস্তকে আর একটি মূল চিন্তা দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু পৌল ইফিষে বেশ কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন - প্রায় সাড়ে তিন বৎসর - এবং সেখানকার শিক্ষালয়ে "শিক্ষাদান" করেন, এই পত্রের প্রথম তিনটি অধ্যায়ের মূল কথা হল "স্মরণ কর"। পৌল সুশিক্ষিত ইফিষীয়গণকে বিশেষভাবে দেখাতে চান যে, যে সত্য তারা ইতিমধ্যেই জেনেছে, এই পত্রে তিনি সেই সত্যকেই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করছেন।

পৌল ইফিষীয়দের যে শিক্ষা, দিয়েছেন, তা স্মরণ করতে বলার পর, চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি এই পত্রের প্রয়োগের দিকটি শুরু করেছেন। এখানে মূল শব্দটি হল "চলা"। তিনি লিখেছেন, "তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার যোগ্যরূপে চল (৪:১)"। পৌল ইফিষীয়দের নম্রতা, মৃদুতা, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, সত্য ও প্রেম সহকারে চলার উপদেশ দিয়েছেন। অন্যভাবে বলা যায়, ইফিষে থাকাকালীন সময়ে আমি যে সকল সত্য তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, এমনভাবে চল, যেন সেই সত্য তোমরা প্রদর্শন করতে পার।

যখন আপনি ইফিষীয়দের প্রতি লিখিত পত্রটি পাঠ করবেন, তখন

প্রভুকে, আপনার আত্মিক চক্ষু উন্মিলীত করতে বলুন, যেন প্রতিদিন আপনি সেই 'স্বর্গীয় স্থানে' এবং 'যে আহ্বানে আহূত হয়েছেন' সেই মতো জীবন যাপন করতে পারেন।

জীর্ণবস্ত্র ও পোষাক

ইফিষীয়দের প্রতি পৌলের পত্রের উদ্দেশ্য হল, এ জগতে যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলী কিভাবে সুসজ্জিত হবে, তা প্রদর্শন করা। মণ্ডলী সম্পর্কে এই পত্রটি পৌলের শ্রেষ্ঠ অবদান। ইফিষীয়গণ আপনাকে ও আপনার স্থানীয় মণ্ডলীকে উৎসাহিত করতে দিন, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনার মণ্ডলী এ পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের এক প্রামাণিক মণ্ডলীতে পরিণত হয়। বর্তমানে এই পৃথিবীতে মণ্ডলীর সাক্ষ্য যতটা প্রয়োজন, তার থেকে অধিক প্রয়োজনীয়তা পূর্বে কখনও অনুভূত হয় নি।

মূলকথার একটি সহজ সরল রূপরেখা আপনাকে এই পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে।

প্রথম অধ্যায়ের মূলশব্দ হল, গভীর চিন্তা। ইফিষীয়দের প্রতি পত্রের প্রথম অধ্যায়ে পৌল, আমাদের চিন্তার জন্য নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

প্রথমতঃ তিনি 'স্বর্গীয় স্থানের' বিষয়ে কি বলেছেন চিন্তা করুন। পৌল আমাদের বলছেন যে, স্বর্গীয় স্থানে আপনি খ্রীষ্টে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদ লাভ করবেন। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্ট এই স্বর্গীয় স্থানে অবস্থিতি করেন এবং আমাদের পক্ষে তাঁর সঙ্গে সেখানে অবস্থিতি করা সম্ভব।

এই স্বর্গীয় স্থানে অবস্থিত সব কিছুই উত্তম নয়। 'স্বর্গীয় স্থান' বলতে আত্মার অদৃশ্য জগতকে বোঝায়। আত্মিক দিক থেকে সেখানে পবিত্র আত্মাও থাকেন ও মন্দ আত্মাও থাকে। এই পত্রে আমাদের বলা হয়েছে যে ঐ স্বর্গীয় স্থানে, বিশ্বাসী হিসাবে, আমাদের মন্দ আত্মিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। পৌলের মতানুসারে, যে সকল বিশ্বাসী খ্রীষ্টে থাকেন, তারা আত্মিক জগত অথবা স্বর্গীয় স্থানে অবস্থিত অন্ধকারের মন্দ শক্তিকে জয় করতে পারে।

চিন্তা করুন, প্রথম অধ্যায়ে পৌল ঈশ্বরের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে

কি বলেছেন। ১-৬ পদে, তিনি, জগৎ পত্তনের পূর্বেই ঈশ্বর আমাদের মনোনীত করেছেন - এই শক্তিশালী মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন যে, যুগপর্য্যায়ের পূর্ব থেকে ঈশ্বর মণ্ডলী গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন, যেখানে তাঁর "আহূত" লোকেরা পবিত্র জীবনযাপন করবে এবং জগতের কাছে তাঁর সাক্ষী হবেন।

তারপর, প্রথম অধ্যায়ে পৌল পরিত্রাণ পদ্ধতি সম্পর্কে কি বলেছেন লক্ষ্য করুন। ১৩ ও ১৪ পদে আমরা এ সম্পর্কে একটি সুন্দর চিত্র দেখতে পাই ঃ আমরা সুসমাচার শ্রবণ করি, আমরা সুসমাচার বিশ্বাস করি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হই। এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের বলছেন, "এটাই আমার সম্পদ।"

ইফিষীয়দের প্রতি পত্রে পৌলের প্রার্থনাগুলি চিন্তা করুন। ইফিষীয় ১:১৫-২৩ এবং ৩:১৪-২১ পদে পৌল দুটি উৎকৃষ্ট প্রার্থনা করেছেন। এই প্রার্থনাগুলি থেকে বোঝা যায় যে তাঁর একটি প্রার্থনা-তালিকা ছিল এবং তিনি প্রার্থনার একজন মহৎ মধ্যস্থ যোদ্ধা ছিলেন। যখন পৌল শুনতে পান যে কয়েকজন যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হয়েছেন এবং তাঁর কাজে নিজেদের প্রকৃতই নিয়োজিত করেছেন, তিনি তাঁদের জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করে দিলেন এবং কখনই বিরত হননি।

পৌলের প্রার্থনা তালিকার সঙ্গে আমাদের প্রার্থনা তালিকার তুলনা করা খুবই চিত্তাকর্ষক। আত্মিকদিক থেকে বলা যায়, আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের জন্যই প্রার্থনা করি, কিন্তু পৌল তাঁর প্রার্থনায় সেই সব মানুষদের জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করতেন, যাঁরা খ্রীষ্টের জন্য জয়যুক্ত হয়েছেন। তিনি প্রার্থনা করতেন যেন তাঁরা ঐশ্বরিক জ্ঞানে আত্মিক প্রজ্ঞা লাভ করেন।

প্রথম তিনটি অধ্যায়ে সর্বত্র ব্যবহৃত আর একটি মূল শব্দ হল - "স্মরণ কর"। ইতিমধ্যেই পৌল ইফিষীয়দের এত কিছু শিখিয়েছেন যে, এখন তিনি তাদের কেবল মাত্র "স্মরণ করতে" বলেছেন। তিনি ইফিষীয়দের বলছেন, "খ্রীষ্টের নিকট আসার পূর্বে কি ছিলে এবং খ্রীষ্টে নূতন জীবন লাভ করার পর তোমরা কিরূপ হয়ছো - স্মরণ কর।"

তৃতীয় অধ্যায়ের মূল শব্দ হল "প্রকাশিত"। ফরীশী হিসাবে পৌল খ্রীষ্ট বিরোধী ছিলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে একদিন ঈশ্বর যিহূদী

ও অ-যিহূদী সকলকে একদেহে গ্রথিত করবেন এবং যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলী স্থাপন করবেন। মণ্ডলী ঈশ্বরের এক অতি নিগূঢ় বিষয় - পৌল ইফিষীয়দের কাছে এই তত্ত্বই প্রকাশ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে পৌল মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি সুন্দর সত্য প্রদান করেছেন। আমি এই অধ্যায়টি সারাংশকে "সংকল্প" হিসাবে বর্ণনা করছি। এখানে পৌল আপনার জীবন একটি পোষাকের আলমারির সঙ্গে তুলনা করছেন। আলমারির একদিকে আপনার পুরাতন জীবনের জীর্ণবস্ত্রগুলি আছে। আলমারির অন্যদিকে আপনার নূতন জীবনের পোষাকগুলি আছে। আপনার পুরাতন জীবনের জীর্ণবস্ত্র হল, বিচ্ছিন্নতা, মূর্খতা, অন্তরের কাঠিণ্য, অনুভূতিহীন বিবেক, আপনার অনৈতিক জীবনধারা, ভ্রান্ত বাসনা, যার অর্থ যে গোপন বাসনা আপনাকে পথ ভ্রান্ত করে, মিথ্যাচার, অসততা, অনৈক্য এবং ক্রোধ (ইফিষীয় ৪:২৫-৩২)।

পোষাকের এই রূপক উদাহরণ, আমাদের পুরাতন জীবনের জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়। পৌলের মতানুসারে আমাদের এ সব জীর্ণ বস্ত্র পরিধানের প্রয়োজন নাই। পরিবর্তে তিনি আমাদের নূতনবস্ত্র পরিধান করতে বলছেন। "সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান কর, যাহা সত্যের ধার্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে" (২৪ পদ)। তোমরা প্রত্যেকে, "আপন আপন প্রতিবাসীর সহিত সত্য আলাপ করিও, (২৫ পদ)। "তোমাদের মুখ হইতে কোন প্রকার কদালাপ বাহির না হউক, কিন্তু প্রয়োজনমতে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সদালাপ বাহির হউক, যেন যাহারা শুনে, তাহাদিগকে অনুগ্রহ দান করা হয়" (২৯ পদ)।

অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষমতা একটি মহান আত্মিক দান। পৌল বলছেন অন্যকে গেঁথে তোলার জন্য ও তাদের অনুগ্রহদানের জন্য ভাববিনিময় একটি বড় সুযোগ। যখনই আপনি অন্য আর একজন বিশ্বাসীর সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন, তাকে যেমন পেয়েছিলেন, তার থেকে বেশী গেঁথে তুলবেন।

কিভাবে বস্ত্র পরিধান করতে হবে, তা বলার পর, পৌল আমাদের বলেন "চল"। খ্রীষ্টে যীবনযাপন এক প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, এক দৈনন্দিন "পথচলা"। আপনি একদিন একদিন করে, এক পা এক পা করে এগিয়ে যাবেন। এইভাবে খ্রীষ্টে জীবনযাপন করতে হবে।

পৌল ইফিষীয়দের "প্রেমে চলতে বলেছেন" (ইফিষীয় ৫:২) যেমন খ্রীষ্ট চলেছিলেন। তারপর বলছেন, "দীপ্তির সন্তানদের ন্যায় চল" (৮ পদ)। সবসময় প্রভু সন্তুষ্ট হবেন এমন কাজ কর। আলোর ফল উত্তম ও সঠিক ও সত্য। সেইজন্য যা কিছু উত্তম ও সঠিক ও সত্য, সেই সকল বিষয়ের অনুধাবন কর এবং অন্ধকারের নিষ্ফল কাজের অনুসরণ করো না।

তারপর ১৫ পদে পৌল, "জ্ঞানবানের ন্যায়" চলতে বলছেন (সতর্ক ও সহজভাবে চলা)। এর অর্থ মাথা উঁচু করে, চোখ খুলে হাঁটো, এ জগতে যা একান্তভাবে প্রয়োজন সে বিষয়ে সজাগ থাকো। খ্রীষ্টের কারণে এ জগতে যে সব মহৎ সামাজিক কাজ, ও মহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে - বৃহৎ চিকিৎসালয়, মাতৃসদন, উদ্ধারকারী সংস্থা প্রভৃতি এবং বিশ্বাসীগণ জানেন খ্রীষ্টে স্বর্গীয় স্থানে বাস করা বলতে কি বোঝায়। যদি আপনি খ্রীষ্টে থাকেন, তাহলে এ জগতের প্রয়োজনে কিছু করার জন্য আপনার মধ্যে গঠনমূলক সমবেদনা থাকবে। এইজন্যই পৌল বলছেন, "জ্ঞানবানের ন্যায় চল।"

এই প্রসঙ্গেই পৌল খ্রীষ্টের অনুগামীদের "আত্মায় পূর্ণ হতে" আদেশ করেছেন (১৮)। পৌল স্পষ্টভাবে লিখেছেন, "আর দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাহাতে নষ্টামি আছে, কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও"। প্রাথমিক ভাষায় বলা হয়েছে, "আত্মায় পরিপূর্ণ হতে থাকো"। আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়ার অর্থ পবিত্র আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। আমাদের পরিবেশ যাই হোক না কেন, খ্রীষ্টে স্বর্গীয় স্থানে বসবাস ও হাঁটাচলার জন্য পবিত্র আত্মা আমাদের শক্তি প্রদান করবেন।

পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য পোষাক

পৌল আমাদের বলছেন যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পরিচর্য্যা কার্য্যের ভার 'পবিত্রগণকে' প্রদান করেছেন (৪:১২)। আজকের দিনে মণ্ডলীতে আমরা যাদের সাধারণ নারী ও পুরুষ বলি, তাদের জন্য এটি পৌলের ব্যবহৃত একটি প্রিয় শব্দ। পৌলের মতানুসারে মণ্ডলীর পালক হলেন, একজন 'ক্রীড়াশিক্ষক' এবং মণ্ডলীর সাধারণ লোকেরা হলেন ঐ ক্রীড়ার খেলোয়াড়। পালকের উদ্দেশ্য হল, পরিচর্য্যা কাজ সাধনের জন্য সাধারণ লোকেদের প্রস্তুত, উপযুক্ত, সংযুক্ত, উৎসাহিত, সুশিক্ষিত ও উদ্দীপ্ত করে তোলা। নূতন নিয়মে, মণ্ডলীর অপরিহার্যতা ও মণ্ডলীর কাজ ও উদ্দেশ্যের জন্য এটি অতি

গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পৌল যখন পঞ্চম অধ্যায় লেখেন, তিনি আমাদের বলেন, পবিত্রগণের দ্বারা পরিচর্য্যা কাজ সর্বাপেক্ষা কঠিন স্থানে অর্থাৎ গৃহে শুরু হয়ে থাকে। আমাদের বিশ্বাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে গৃহ সর্বাপেক্ষা কঠিনস্থল কেন? কারণ এখানেই আমরা প্রকৃতই নিজেদের। আমরা আমাদের একটা দিক জগতকে দেখাই এবং আমাদের অন্য দিক - যা প্রায়শঃ কম আকর্ষণীয় - সেটাই আমাদের পরিবারকে প্রদর্শন করি। গৃহেই বা পরিবারেই আমরা নিজেদের প্রকৃতরূপ প্রকাশ করি, সেইজন্য পৌল লিখছেন, গৃহেই আমাদের জীবনে খ্রীষ্টের বাস্তবরূপ প্রথম প্রতিফলিত হয়।

ইফিষীয় ৫:২১-২৫পদে পৌল লিখেছেন, "..... খ্রীষ্টের ভয়ে একজন অন্য জনের বশীভূত হও। নারীগণ তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনই নিজ নিজ স্বামীর বশীভূত হও। কেননা - স্বামী স্ত্রীর মস্তক; যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীর মস্তক; তিনি আবার দেহের ত্রাণকর্তা কিন্তু মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশীভূত, তেমনি নারীগণ সর্ববিষয়ে আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হউক। স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন।"

এখানে পৌল শাস্ত্র থেকে বিবাহ বিষয়ে আমাদের অতি সুন্দর কতকগুলি পরামর্শ দান করছেন। তিনি আমাদের বলছেন নারীগণ স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করবে এবং সর্ববিষয়ে স্বামীর বশীভূত হবেন। অনেক নারীর পক্ষে এরূপ বশ্যতা স্বীকার করা খুবই কঠিন। কিন্তু পৌল কেবলমাত্র নারীগণকেই সর্ববিষয়ে স্বামীর বশীভূত হতে বলছেন না। তিনি স্বামীদেরও বলছেন তাদের স্ত্রীকে প্রেম করতে, "যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন:" (২৫ পদ)।

পৌল যখন বলছেন যে স্বামী স্ত্রীর মস্তরস্বরূপ, তিনি বলতে চাইছেন যে, স্ত্রীর প্রতি এবং বিবাহের সব কিছু ও পরিবারের প্রতি স্বামীর দায়িত্ব থাকে। এইজন্য ঈশ্বর নারীকে তার স্বামীর জন্য সব কিছু সহজ করতে বলেছেন কারণ স্বামীর দায়িত্ব অনেক বেশী। যখন পৌল স্ত্রীদের স্বামীর 'বশীভূত হতে' বলছেন, তিনি বাস্তবে এই কথাই বলছেন, মণ্ডলীর জন্য খ্রীষ্ট যেমন, তোমার স্বামীকেও তোমার জন্য সেরূপভাবে গড়া হয়েছে এবং মণ্ডলী খ্রীষ্টের জন্য যেরূপ, তোমাকেও স্বামীর জন্য সেরূপভাবে গড়া

হয়েছে। সেইজন্য পুরুষকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে "তোমরা আপন স্ত্রীকে সেরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, তাঁর মতই প্রদান কর এবং তিনি মণ্ডলীর জন্য যেমন, তোমরাও স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য তদ্রূপ হও।"

স্বামী ও পিতাদের এই কঠিন কার্য্যভার প্রদত্ত হয়েছে এবং সমস্ত পুরুষদের এই দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। স্ত্রীরা তাদের স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করে না কিংবা করতে পারে না, খ্রীষ্টিয়ান বিবাহের এটাই বড় সমস্যা নয়। সব থেকে বড় সমস্যা হল, স্বামীরা খ্রীষ্টের ন্যায়, তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের ভালবাসা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না।

যদি আপনি একজন স্বামী ও পিতা হন, তবে ঈশ্বর যেমন চান, সেইভাবে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। তাঁর কাছে, নিজ গৃহে খ্রীষ্টের ন্যায় হওয়ার শক্তি ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করুন।

বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র

বিবাহ বন্ধনের দ্বারা ঈশ্বর দুজন মানুষের মধ্যে, আত্মায় এক, অন্তরে এক এবং দৈহিক ভাবে এক হওয়ার জন্য এক পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। দুইজন বিবাহিত বিশ্বাসীর এই এক হয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমরা প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করতে পারি, যদি আমরা কল্পনা করি যে পাঁচটি বন্ধনের এক শৃঙ্খল দ্বারা তারা একসঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রথম বন্ধনটি তাদের পরস্পরের আত্মিক দিক চিহ্নিত করে অর্থাৎ তারা আত্মায় এক। আত্মিক সম্পর্ক বৈবাহিক একতার ভিত্তি, এবং যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক যতটা শক্তিশালী তাদের উভয়ের পারস্পরিক আত্মিক সম্পর্ক ততটাই শক্তিশালী। তাদের আত্মিক একতা একটি ত্রিভুজের সাহায্য প্রদর্শন করা যায়, যার শীর্ষে খ্রীষ্ট এবং দুই বিপরীত কোণে স্বামী ও স্ত্রীর অবস্থান। তারা যতই খ্রীষ্টের সন্নিকটে হন, তাদের নিজেদের সম্পর্ক ততই নিবিড় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পরবর্তী বন্ধনটি হল, তাদের ভাববিনিময় বা অন্তরের একতা। ভাববিনিময় হল সেই পন্থা যার দ্বারা আমরা বিবাহের একতা বজায় রাখতে পারি। উত্তম ভাববিনিময় যন্ত্রের সাহায্যে আমরা আমাদের বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাজ করে যেতে পারি। জীবাণু অন্ধকারে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আলোতে বাঁচতে পারে না। ভাববিনিময় পারস্পরিক সম্পর্ককে

আলোকিত করে তোলে।

পরবর্তী বন্ধন হল সুসংগতি, যা একতা প্রমাণিত করে। অনেক সময় আমি চিন্তা না করে পারি না যে, কিভাবে দুজন মানুষ একই মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য অথবা জীবনধারণ পদ্ধতি না থাকা সত্ত্বেও একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। যখন আত্মিক ভিত্তি স্থাপিত হয়, তখন আমরা নানা স্তরে সুসংগতি লক্ষ্য করি।

এই পাঁচটি বন্ধন শৃঙ্খলের মধ্যবর্তী বন্ধনটি হল প্রেম-ভালবাসা। ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে পৌল যে বিস্ময়কর ভালবাসার কথা বলেছেন এটা হলো সেই ভালবাসা। এই বিস্ময়কর ভালবাসা স্বার্থশূন্য, নিঃশর্ত ভালবাসা। বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হওয়ার অন্যতম কারণ হল মানুষের স্বার্থপরতা। তারা কখনই খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক বা অন্যজন-কেন্দ্রিক হতে শেখে না। তাদের খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুধাবন করা প্রয়োজন, যখন তিনি বলছেন, "গ্রহণ করা অপেক্ষা প্রদান করা অধিক আশীর্বাদের বিষয়। বিস্ময়কর প্রেম শক্তিশালী একতা গড়ে তোলে।

পরবর্তী বন্ধনটি হল অনুধাবন করা। অনুধাবন একতা বৃদ্ধি করে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে এবং তাদের প্রত্যেককেই অন্যের অনুভূতি, চিন্তা ও কার্য্যধারা অনুধাবন করতে হয়। পিতর স্বামীদের বলেছেন, স্ত্রীদের সঙ্গে "জ্ঞানপূর্বক বাস" কর (১ পিতর ৩:৭)। অন্যভাবে বলা যায়, যে পুরুষ বা নারীর সঙ্গে তুমি একসঙ্গে জীবনযাপন করছো - তাকে জানার চেষ্টা কর।

শেষ বন্ধনটি দ্বারা স্বামী স্ত্রীর দৈহিক বন্ধনকে বোঝানো হয়। যৌনসুখ একতার আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তি। এই পুরুষের ও এই নারীর দৈহিক সম্পর্ক তাদের মধ্যে অতি গভীর ভাববিনিময়ের সৃষ্টি করে। এই যৌন ঐক্যের মধ্য দিয়ে পুরুষ ও নারী, ঐক্য শৃঙ্খলার অন্য বন্ধনগুলি প্রদর্শিত করে তোলে।

যখন উচিত মতো দৈহিক সম্পর্ক সাধিত হয়, তখন যৌনসুখ পারস্পরিক সম্পর্কের দশশতাংশ মাত্র। যখন তা হয় না, তখন সেটা সমস্যার নববই শতাংশ দখল করে। অধিকাংশ সময়ে, বিবাহের পর যৌন সমস্যা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ হল, যে একতা উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় নি, তারা আনন্দ সহকারে সেই একতা ব্যক্ত করার চেষ্টা করে। যদি আত্মায় ও মনে একতা না থাকে, সুসংগতি, ভালবাসা, বোঝাপড়া না থাকে,

তবে যৌন একতা যে বন্ধ্যা শূন্যতা সৃষ্টি করবে, তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই।

অন্যান্য পারস্পরিক সম্পর্ক

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে, পৌল বিবাহের উপর গুরুত্ব দেওয়া ছাড়াও, ক্রীতদাস ও তাদের প্রভুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। বিশ্বাসীগণ, আজকের দিনে কিছু মাত্রা পর্য্যন্ত, নিয়োগকারী ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই সত্যগুলি প্রয়োগ করতে পারেন (ইফিষীয় ৬:১-৪ পদ দেখুন)। এই অধ্যায় গুলিতে পৌল বলছেন, এই পত্রে প্রদত্ত সত্যগুলি, আপনার কাছের মানুষটিকে দিয়েই প্রযুক্ত হতে পারে। আমরা এই পত্রের এই প্রায়গিক অধ্যায়টিকে 'পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য পোষাক' বলে অভিহিত করতে পারি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে পৌল "স্বর্গীয় স্থানের" এক নেতিবাচক ধারণা প্রদান করেছেন। আত্মিক জগতে ভাল আত্মা ও মন্দ আত্মা উভয়ই আছে। পৌল বলছেন, আমাদের যুদ্ধ এক আত্মিক যুদ্ধ এবং আমাদের শত্রু আছে আত্মিক জগতে। আমাদের শত্রুগণ সম্পর্কে পৌল বলছেন, "আধিপত্য সকলের সহিত, কর্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত ... আমাদের মল্লযুদ্ধ চলিতেছে" (১২ পদ)।

কেবলমাত্র আত্মিক মন্দশক্তির উপর জয়যুক্ত হতে পারলেই আমরা আত্মিক জয়ের জীবনযাপন করতে পারি। আত্মিক জয়যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান করতে হবে (১৩-১৭)। প্রত্যেক দিন আমাদের ঈশ্বরের সমগ্র রণসজ্জা পরিধান করা অত্যন্ত আবশ্যক এবং তারপর আমাদের আত্মিক যুদ্ধে যোগদান করতে হবে। আমাদের অবশ্যই পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও ধার্মিকতার বুকপাটা পরিধান করতে হবে, বিশ্বাসের ঢাল গ্রহণ করতে হবে, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যরূপ আত্মার খড়্গ থাকবে, আর আমাদের চরণে থাকবে সুসমাচারের পাদুকা। রণসজ্জার প্রতিটি খণ্ডই প্রার্থনা সহকারে পরিধান করতে হবে। এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে প্রভুর পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য, আমাদের এই সকল অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, আমাদের নিজের শক্তিতে নয় কিন্তু পবিত্র আত্মার শক্তিতে।

আপনি কি পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ পরিধান করেছেন? আপনি কি

আপনার অন্তরে বুঝতে পেরেছেন যে, আপনি পাপের ক্ষমতা থেকে রক্ষা পেয়েছেন?' আপনার হৃদয় কি ধার্মিকতার বুকপাটা বা ধর্মকার্য্য দ্বারা সুরক্ষিত আছে? আপনি কি বিশ্বাসের ঢাল বাবহ্যর করেন? আপনি কি ঈশ্বরের বাক্যরূপ আত্মার খড়্গ ব্যবহার করতে জানেন? আপনি কি অন্যের কাছে সুসমাচার প্রকাশের পাদুকা পরিধান করে আছেন? আপনি কি এই রণসজ্জার প্রত্যেকটি অংশ প্রার্থনা সহকারে পরিধান করছেন?

তৃতীয় অধ্যায়
ফিলিপীয়দের প্রতি পৌলের পত্র

ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের লেখা পত্রটি আলোচনা আরম্ভ করার আগে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে পৌল এক স্বর্গীয় দর্শন লাভ করার ফলে, ফিলিপীতে মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন একজন ব্যক্তি তাঁকে বলছেন - "পার হইয়া মাকি-দানিয়াতে আসিয়া আমাদের উপকার কর" (প্রেরিত ১৬:৯)। ঐ দর্শনের ফলে, ইউরোপের পশ্চিম দিকে, পৃথিবীর এই অংশে সুসমাচার ও সভ্যতা বিস্তারলাভ করেছিল।

পৌল ফিলিপী ত্যাগের পর, এই ফিলিপীয় মণ্ডলী, পৌলের প্রিয় মণ্ডলীতে পরিণত হয়। পৌলের সঙ্গে ফিলিপীয় মণ্ডলীর বন্ধন সূচনাকারী শব্দটি হল, "সহভাগিতা"। ফিলিপীয় মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে পৌল বলেছিলেন, "সুসমাচারের পক্ষে তোমাদের সহভাগিতা আছে" (ফিলিপীয় ১:৫)। এই সুন্দর চিত্র প্রত্যেক মণ্ডলীরই থাকা উচিত। মণ্ডলী প্রকৃতই এক প্রতিষ্ঠান যা, যারা তার সদস্য নয়, তাদের উপকারের জন্য গড়ে ওঠে এবং মণ্ডলীর উদ্দেশ্য হল, সেই মহৎ কার্য্যভার রূপায়িত করা এবং হারানো পৃথিবীতে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া।

প্রাথমিকভাবে ফিলিপীয় মণ্ডলী পৌলের এক আদর্শ মণ্ডলী কারণ এটি একটি প্রচারক মণ্ডলী। আপনি ফিলিপীয়দের প্রতি পত্রে সেটি দেখতে পাবেন, যদি আপনি লক্ষ্য করেন যে কতবার পৌল এই পত্রে সুসমাচার কথাটি ব্যবহার করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ফিলিপীয়দের শিক্ষাদানের জন্য পৌল এই পত্রটি লেখেন নি। এটি একটি প্রেম পত্র। এটি একটি সুন্দর, উদ্দীপ্ত ধন্যবাদ-জ্ঞাপক পত্র। এই ফিলিপীয় মণ্ডলী ছিল পৌলের সমর্থনকারী মণ্ডলী, অন্যান্য শহরে পরিচর্য্যা কালে তারা তাঁকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করতো।

ফিলিপীয়দের উদ্দেশ্যে লেখা পৌলের এই পত্রটি একটি "কারা-লিপিও" বটে। ইফিষীয়, ফিলিপীয়, কলসীয়, ফিলিমন ও দ্বিতীয় তীমথিয়কে লেখা পত্রগুলিকে বলা হয় 'কারা-লিপি' কারণ পৌল কারারুদ্ধ থাকাকালীন এই পত্রগুলি লিখেছিলেন। ফিলিপীয় বিশ্বাসীগণ তাঁর কারারুদ্ধ অবস্থায়, তাঁকে সাহায্য করার জন্য একটি উপহার পাঠিয়ে ছিলেন। ঐ দানের জন্য পৌল ফিলিপীয়দের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেও, তিনি লিখছেন যে তিনি দানপ্রাপ্তির চেষ্টা করছেন না কিন্তু "সেই ফলের চেষ্টা করিতেছি, যাহা তোমাদের হিসাবে বহু লাভজনক হইবে" (৪:১৭)। পৌল জানতেন, তাঁকে এই দান প্রেরণের জন্য ঈশ্বর ফিলিপীয়দের প্রচুর পুরস্কার দেবেন।

ফিলিপীয়দের প্রতি পত্রের চারটি অধ্যায়েই খ্রীষ্টের ন্যায় জীবনযাপনের এক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের মূলকথা হল, "খ্রীষ্টের ন্যায় জীবনের দর্শন ও আবেগ"। এখানে পৌল নিজের জীবন থেকে দেখিয়েছেন, কিভাবে খ্রীষ্টের অনুগামীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌল "খ্রীষ্টের ন্যায় জীবনযাপনের নক্সা" লিপিবদ্ধ করেছেন। বহু ব্যক্তির উদাহরণ তিনি আমাদের দিয়েছেন, যাঁরা প্রকৃতই খ্রীষ্টের ন্যায় জীবনের দর্শন ও আবেগ উভয়েরই আদর্শ ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে পৌল খ্রীষ্টসম জীবনযাপনের উদ্দেশ্য ও পুরস্কার প্রকাশিত করেছেন। প্রেরিতগণের পুস্তকে তিনি একাধিকবার যেমন করেছেন, এখানেই দম্মেশকের পথে তাঁর মনপরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। এবার তিনি ঐ অভিজ্ঞতার ফলাফলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি এবার আমাদের বলেছেন, কিভাবে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারি। তিনি এটিকে, "খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের কৃত ঊর্দ্ধদিকস্থ আহ্বানের পণ" হিসাবে উল্লেখ করেছেন (ফিলিপীয় ৩:১৪)। তিনি আমাদের বলছেন, কিভাবে আমরা আমাদের জন্য ঈশ্বরের কৃত ঊর্দ্ধস্থ আহ্বান আবিষ্কৃত করতে পারি।

চতুর্থ অধ্যায়ে পৌল, একটি অতি বাস্তব অধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন, যেটিকে আমরা "খ্রীষ্ট সম জীবনযাপনের ব্যবস্থাপত্র" বলতে পারি। খুবই বাস্তবসম্মতভাবে, পৌল আমাদের বলছেন, কিভাবে আমরা খ্রীষ্টে জীবনযাপন করতে পারি এবং একমাত্র ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিগত শান্তি প্রদান করতে পারেন, সেই বিষয়ের উপর তাঁর চিন্তাভাবনা কেন্দ্রিভূত করেছেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর, আসুন, এখন আমরা প্রিয় মণ্ডলীকে লেখা পৌলের এই পত্রের প্রতিটি অধ্যায় আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করি।

আবেগ ও দর্শন

প্রথম অধ্যায়ের কুড়ি ও একুশ পদে পৌল লিখেছেন, "আমার ঐকান্তিকী প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা এই যে, আমি কোন প্রকারে লজ্জাপন্ন হইব না, বরং সম্পূর্ণ সাহসসহকারে যেমন সর্বদা তেমনি এখনও, খ্রীষ্ট জীবন দ্বারা হউক, কি মৃত্যু দ্বারা হউক, আমার দেহে মহিমান্বিত হইবেন। কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট এবং মরণ লাভ"(১:২০-২১)। পৌলের মতানুসারে নিঃশেষিত হওয়ার উপরেই খ্রীষ্ট-অনুগামীদের জীবনদর্শন ও আবেগ ভিত্তিশীল। কাজেই পৌল যখন আমাদের বলছেন, কিভাবে তাঁর জীবনের আবেগ কারারুদ্ধ থাকার বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তখনই তিনি আমাদের কাছে, খ্রীষ্টে তাঁর জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করছেন। পৌল বিশেষভাবে লিখেছেন, "আমি আমার দেহে খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করতে চাই, জীবন অথবা মৃত্যু দ্বারা, স্বাধীন অথবা কারারুদ্ধ অবস্থায়, সুস্থ অথবা পীড়িত অবস্থায়। যদি আমি জীবন লাভ করি, খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি আমি মরি, আমার মৃত্যু দ্বারা খ্রীষ্টকেই মহিমান্বিত করব।

যিনি খ্রীষ্টে জীবনযাপন করেন, এটাই তাঁর জীবনদর্শন। ব্যক্তিগত বিশ্বাসীর অঙ্গীকার ছাড়াও, ফিলিপীয়গণ ক্রীড়াদলের ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে খ্রীষ্টে জীবন ধারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। প্রভু চান, মণ্ডলী পবিত্রগণকে পরিচর্য্যার জন্য প্রস্তুত করবে। যখন সাধারণ সদস্যগণ বুঝতে পারবে যে, পরিচারকগণ — মণ্ডলীর সকল সদস্যের কাছে, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তখন আমরা মহান কার্য্যভার পূর্ণ করতে পারবো এবং যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলী যেমন হওয়া প্রয়োজন, প্রকৃতই সেইভাবে গড়ে উঠবো।

প্রথম অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে, পৌল মণ্ডলীর এক সুন্দর বর্ণনা প্রদান করেছেন, "কেবল খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্যরূপে তাঁহার প্রজাদের মত আচরণ কর, আমি আসিয়া তোমাদিগকে দেখি, কি অনুপস্থিত থাকি, আমি যেন তোমাদের বিষয়ে শুনিতে পাই যে, তোমরা এক আত্মাতে স্থির আছ, এক প্রাণে সুসমাচারের বিশ্বাসের পক্ষে মল্লযুদ্ধ করিতেছ" (১:২৭)।

আদর্শ মণ্ডলী সম্পর্কে পৌলের ধারণা এইভাবে বর্ণনা করা যায় — "আদর্শ মণ্ডলীতে প্রত্যেক সদস্যই খ্রীষ্টে অবস্থিতি করবে। যারা খ্রীষ্টে থাকে, তারা খ্রীষ্টের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে সুসমাচারে গভীর বিশ্বাস স্থাপন করে।" আপনি যে স্থানীয় মণ্ডলীর সদস্য, সেখানে কি এটা দেখা যায়? আপনি কি বলতে পারেন, আপনার মণ্ডলীর প্রত্যেকটি সদস্য খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুগামী হয়ে সুসমাচারের উপযুক্ত জীবনযাপন করে? আপনার মণ্ডলীর খ্রীষ্টের-ন্যায় সদস্যগণ ঐক্যবদ্ধভাবে খ্রীষ্টের-ন্যায়, এটি লক্ষ্য করে কি অবিশ্বাসীগণ সুসমাচারে বিশ্বাস করে?

ফিলিপীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রটিতে তিনি উদাহরণ সহযোগে মণ্ডলীর প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও কাজ প্রদর্শন করেছেন। এই উদাহরণ প্রত্যেক মণ্ডলীর আদর্শ হওয়া উচিত এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যেক বিশ্বস্ত শিষ্যের, প্রাত্যহিক জীবনের আবেগ ও দর্শন হওয়া উচিত খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টের-ন্যায় জীবন।

খ্রীষ্টের ন্যায় জীবনযাপনের নক্সা

ফিলিপীয়দের প্রতি পৌলের পত্রের মূলকথা হল, "খ্রীষ্টের ন্যায় জীবনযাপন।" দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌল "খ্রীষ্টের ন্যায় জীবনযাপনের" এক সাধারণ নক্সা প্রদান করেছেন। পৌল ফিলিপীয়দের বলছেন, খ্রীষ্টের ন্যায় জীবন বলতে বোঝায়, নম্র চিত্ত, ভালবাসা-পূর্ণ চিত্ত ও একই ভাববিশিষ্ট হওয়া।

পৌল ফিলিপীয়দের অবনত-চিত্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের নম্রতা ও ভালবাসা শিক্ষা দিচ্ছেন। নম্রতার সারাংশ প্রদান করে পৌল লিখছেন, "নম্রভাবে প্রত্যেক জন আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর" (ফিলিপীয় ২:৩)। পৌল এখানে লজ্জা বা দুর্বল আত্মাভিমান সম্পর্কে বলছেন না কিন্তু বলছেন নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও নম্রতার কথা, যা অন্যকে গড়ে তোলে।

যদি আপনার অন্তর ভালবাসায় পূর্ণ থাকে তবে আরও এগিয়ে যান। যাঁর অন্তর ভালবাসায় পূর্ণ, তিনি এই উৎকৃষ্ট নিয়মটি পালন করেন, "তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও, কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদি গ্রন্থের সার" (মথি ৭:১২)। পৌল উৎকৃষ্ট নিয়মটি এইভাবে প্রকাশ করেছেন, "প্রত্যেকজন আপনার বিষয়ে নয় কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখ"(২:৪)। আপনি কি প্রথমে নিজের সমস্যা ও চাপ সম্পর্কে চিন্তা করবেন? অথবা নিজের নয় কিন্তু অন্যের সমস্যা ও চাপের প্রতি প্রথমে গুরুত্ব দেবেন?

যখন আমরা নম্র চিত্ত ও ভালবাসা কেন্দ্রিক হই, আমরা আমাদের অহম্ ও স্বার্থপরতার বাধা অতিক্রম করে, একই ভাব-বিশিষ্ট হতে পারি। পৌল বলছেন, আমরা যে একই মন ও আত্মা বিশিষ্ট সেই ভাব প্রকাশ করতে হবে (ফিলিপীয় ১:২৭)। খ্রীষ্টের শিষ্যগণ অনেক সময়, খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এবং অধিকাংশ সময়ে সেই সংঘর্ষের মূলে থাকে অহংকার ও স্বার্থপরতা। যদি আমাদের নম্র-চিত্ত, ভালবাসার অন্তর ও একইভাব বিশিষ্ট মন থাকে, আমরা মণ্ডলীর সংঘর্ষের সমাধান করতে পারবো।

খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত

এই সত্যগুলি উপস্থাপিত করার পর, পৌল কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। প্রথমটি হল খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত (ফিলিপীয় ২:৫-১১)।

যীশু কেবলমাত্র মানুষ হন নি। তিনি মানুষের দাস, মানুষের সেবক হয়েছিলেন। তিনি নিজেকে অবনত করেছিলেন, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন, জগতের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যীশু নিজেকে এরূপ অবনত করেছিলেন বলে, ঈশ্বর পিতা তাঁকে উচ্চ পদান্বিতও করেছিলেন।

পৌলের মতানুসারে, খ্রীষ্ট যেমন নম্রতা ও প্রেমে নিজেকে অবনত করেছিলেন, আমাকে ও আপনাকেও তদ্রূপ করতে হবে। আমরা আত্ম-কেন্দ্রিক হব না কিন্তু অন্য-কেন্দ্রিক হব। খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক, ভালবাসা-কেন্দ্রিক হব, যেন অপরের কাছে আমাদের জীবন, খ্রীষ্টে ও খ্রীষ্টের-ন্যায় হওয়ার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতে পারে।

পৌলের দৃষ্টান্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌল তাঁর নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন, "তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞে ও সেবায় যদি আমি পেয় নৈবেদ্যরূপে সেচিতও হই, তথাপি আনন্দ করিতেছি, আর তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দ করিতেছি। সেই প্রকারে তোমরাও আনন্দ কর, আর আমার সঙ্গে আনন্দ কর" (২:১৭-১৮)। পৌল আমাদের বলছেন, তিনি নিজেই খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। পুরাতন নিয়মে মন্দিরে উপাসনার সময়, পুরোহিতগণ বেদীতে নৈবেদ্য ঢালতেন, যাকে বলা হতো, 'পেয় নৈবেদ্য'। পৌল নিজেকে সেই পেয় নৈবেদ্য বল্‌ছেন, সেই জীবনশোণিত যা তিনি ফিলিপীয়দের বিশ্বাসী করে তোলার জন্য সেচন করেছেন।

তীমথিয়র দৃষ্টান্ত

তারপর পৌল লিখছেন, "আমি প্রভু যীশুতে প্রত্যাশা করিতেছি যে, তীমথিয়কে শীঘ্রই তোমাদের কাছে পাঠাইব, যেন তোমাদের অবস্থা জানিয়া আমারও প্রাণ জুড়ায়; কারণ আমার কাছে এমন সমপ্রাণ কেহই নাই যে, প্রকৃতরূপে তোমাদের বিষয় চিন্তা করিবে। কেননা উহারা সকলে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় নয়, কিন্তু আপন আপন বিষয় চেষ্টা করে। কিন্তু তোমরা ইঁহার পক্ষে এই প্রমাণ জ্ঞাত আছ যে, পিতার সহিত সন্তান যেমন, আমার সহিত ইনি, তেমনই সুসমাচারের নিমিত্ত দাস্যকর্ম করিয়াছেন" (২:১৯-২২)। তীমথিয় অবশ্যই খ্রীষ্টে একজন উৎসর্গীকৃত দাস ছিলেন।

ফিলিপীয়দের প্রতি পত্রের, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে, পৌল, ইপাফ্রদীত নামক একজন বৃদ্ধের উল্লেখ করেছেন, যিনি কারাগারে পৌলের কাছে ফিলিপীয়দের দান এনেছিলেন। পৌল ইপাফ্রদীতের কিরূপ বর্ণনা দিয়েছেন লক্ষ্য করুন, "আমার ভ্রাতা, সহকর্মী ও সহসেনা এবং তোমাদের প্রেরিত ও আমার প্রয়োজনীয় উপকারার্থক সেবক" (২৫) খ্রীষ্টদেহে বিভিন্ন স্তরের সহভাগিতা আছে। আমার মনে হয়, এই বৃদ্ধ ইপাফ্রদীতকে, একজন ভ্রাতা, সহকর্মী, সহসেনা তোমাদের প্রেরিত ও পরিচারকরূপে বর্ণনা করে, তিনি এই বিভিন্ন প্রকার সহভাগিতা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতে চেয়েছেন।

এই বিভিন্ন স্তরের সহভাগিতা বলতে কি বুঝায়? আমি বিশ্বাস করি, পৌলের মনে, ভ্রাতা হলেন অপর সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর সঙ্গে খ্রীষ্টে অবস্থিতি

করেন। পৌল তাঁকেই সহকর্মী বলছেন, যে ভ্রাতা তাঁর সঙ্গে নিয়মিতরূপে, খ্রীষ্টে এবং খ্রীষ্টের জন্য কাজ করেন। আর পৌলের কাছে সহযোদ্ধা হলেন সেইজন, যিনি তাঁর সঙ্গে, খ্রীষ্টে ও খ্রীষ্টের জন্য জীবনের সমস্ত ঝুঁকি গ্রহণ করেন। ইপাফ্রদীত অবশ্যই পৌলের সঙ্গে এই তিন স্তরের সম্পর্কে যুক্ত থাকার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং তিনি ফিলিপীয়দের প্রেরিত ও পরিচারক। অবশ্যই এই বৃদ্ধ ব্যক্তি খ্রীষ্টের ন্যায় জীবনের এক সুস্পষ্ট উদাহরণ।

খ্রীষ্টের-ন্যায় জীবনের পুরস্কার

ফিলিপীয়দের প্রতি পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে যখন আমরা পৌঁছাই, আমরা দেখি যে, খ্রীষ্ট দম্মেশকের পথে যে উদ্দেশ্যে তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন, তিনি সেই উদ্দেশ্যের কথা বলছেন। ৩-১১ পদে তিনি সেই অভিজ্ঞতালব্ধ, মন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। পৌল এক সময়ে, যেগুলি তাঁর মহৎ কৃতিত্ব বলে মনে করতেন, যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ফরীশী হিসাবে তাঁর পদ মর্য্যাদা, সেগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। খ্রীষ্টের দেখা পাওয়ার পূর্বে এই কৃতিত্বগুলিই পৌলের গর্বের বিষয় ছিল। কিন্তু যখন তিনি মনপরিবর্তন করলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হল এবং তিনি ঐ সব বিষয়কে "মলবৎ" ত্যাগ করলেন (৮)। ঈশ্বর তখন তাঁকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দিলেন। এটা একটি অতি সুন্দর অধ্যায়, যেখানে প্রেরিত পৌল, তাঁর নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা আবিষ্কারের অতি সুন্দর এক ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেছেন।

সর্ব প্রথমে লক্ষ্য করুন, মনপরিবর্তনের ফলে, পৌলের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। এই বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি এক সিদ্ধান্তে আসেন - সেটি হল তাঁর জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার এক প্রচণ্ড বাসনা। তারপর তিনি তাঁর জীবনে, যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রচণ্ড শক্তির অন্বেষণ করেন।

এখানে মনে হয়, পৌল যেন এক প্রতিযোগিতায় দৌড়াচ্ছেন এবং সেই দৌড় প্রতিযোগিতার একটা নিয়ম আছে। সেই পুরস্কার লাভের জন্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য নিয়মটি হল, ঠিক এখনই আমাদের যে আলোক ও অন্তর্দৃষ্টি আছে, তার প্রতি বাধ্য থাকা। ঈশ্বর এখন আমাদের যে আলো দেখাচ্ছেন,যদি আমরা সেই আলো অনুসরণ করি ও কাজ করি, তাহলে

ঈশ্বর, তাঁর পূর্ণ ইচ্ছা না দেখা পর্য্যন্ত আমাদের আলো প্রদান করে যাবেন। পৌল ঐ পুরস্কারের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন - প্রতিযোগিতার শেষে, "আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের কৃত ঊর্দ্ধদিকস্থ আহ্বানের পণ পাইবার জন্য যত্ন করিতেছি" (১৪)।

ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য পৌল আমাদের আরও কতকগুলি সূত্র প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন যে তিনি একটি বিষয়ের প্রতি তাঁর সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। আর সেই একটি বিষয় হল - "পশ্চাৎস্থিত বিষয় সকল ভুলিয়া গিয়া সম্মুখস্থ বিষয়ের চেষ্টা" করা (১৩)। এটি উল্লেখযোগ্য যে পৌল একটি মাত্র বিষয়ে তাঁর মনোযোগ প্রদান করছেন - তিনি বলেন, "আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের কৃত ঊর্দ্ধদিকস্থ আহ্বানের পণ পাইবার জন্য যত্ন করিতেছি" (১৪ পদ)।

আপনার কি এ ধরনের অপূর্ব সংস্কার আছে? আপনার কি এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যখন আপনি খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হবেন, তিনি ও আপনি এক বিশেষ উদ্দেশে মিলিত হবেন? তিনি আপনাকে দিয়ে বিশেষ কিছু করাতে চান একথা কি বিশ্বাস করেন? আপনি কি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের কৃত ঊর্দ্ধদিকস্থ আহ্বানের পণ পাওয়ার চেষ্টা করছেন?

কিভাবে ঈশ্বরের আহ্বানের উপহার পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে পৌল আমাদের একাধিক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন। আপনার মনোযোগ পরীক্ষা করুন। আপনার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ 'একটি বিষয়' কি? পশ্চাতের বিষয়গুলি ভুলে যান এবং সম্মুখস্থ বিষয়গুলির কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন। আপন আলোতে পথ চলুন এবং যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারেন, আজকের দিনে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সামনে এগিয়ে যান।

শান্তির জন্য ব্যবস্থাপত্র

ফিলিপীয়দের প্রতি পত্রে পৌল শান্তি সম্পর্কে লিখেছেন। পৌল এ পৃথিবীর শান্তি অথবা ক্রুশের উপরে আত্ম-বলিদানের মধ্য দিয়ে যীশু যে ঐশ্বরিক শান্তি আনয়ন করেছিলেন, সেই শান্তি সম্পর্কেও তিনি বলছেন না। পৌল আমাদের এক শুভ সংবাদ প্রদান করছেন, আর তা হল ঐশ্বরিক শান্তির এক অপূর্ব বাস্তবরূপ। ঈশ্বরের শান্তি এক সতত শান্তি, আমরা যদি ঈশ্বরের শর্ত মেনে চলি, তিনি আমাদের সেই শান্তি প্রদান করেন। ফিলিপীয়দের

প্রতি পত্রে পৌল আমাদের বারোটি শর্ত প্রদান করেছেন। আমরা যদি এই শান্তি পেতে ও বজায় রাখতে চাই, তবে ঐ শর্তগুলি আমাদের পূরণ করতে হবে।

তাঁর প্রথম শর্ত হল, "কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না" (৬ পদ) পৌল আমাদের উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করছেন, কারণ উদ্বেগ শুধু অনুৎপাদক নয়, তা ক্ষতিকারক। সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য যে উদ্যমের প্রয়োজন, উদ্বেগ তা নিঃশেষ করে দেয়।

শান্তির জন্য তাঁর দ্বিতীয় শর্ত হলো, "সর্ব বিষয়ে প্রার্থনা কর" (৬ পদ)। আপনার পারিপার্শ্বিকতা যাই হোক না কেন, যত বড় বাধাই আপনার সামনে আসুক না কেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার সুযোগ আপনার আছে। প্রার্থনার ফলে আপনি কঠিন অবস্থা থেকে উদ্ধারলাভ করুন বা তারমধ্যেই জীবনযাপনের অনুগ্রহ লাভ করুন, প্রার্থনা অতিশয় ফলপ্রদ। অতএব সদাসর্বদা সর্ব বিষয়ে প্রার্থনা করুন।

শান্তির জন্য পৌলের তৃতীয় শর্ত হলো, চিন্তা করা। তিনি বলেছেন, "উত্তম বিষয়ে চিন্তা কর" (৮ পদ)। পৌল আমাদের সত্য, আদরনীয়, ন্যায্য, বিশুদ্ধ, প্রীতিজনক ও সুখ্যাতিযুক্ত বিষয়ে চিন্তা করতে বলেছেন। আপনি কিভাবে চিন্তা করবেন স্থির করুন। আপনার চিন্তাগুলি মেষের মত এবং আপনি সেই চিন্তার মেষপালক। আপনার চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন না।

আমি স্পষ্টভাবে বলতে পারি, পৌল যখন এ কথা বলছেন, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ধৈর্য্যের কারণটাই আমাদের জানাচ্ছেন। কারাগারের মধ্যে, পৌলের চারিদিকে ছিল অসত্য, অসম্মান, অন্যায্য, অসৎ, কুৎসিত মন্দ বিষয়। তখন বেঁচে থাকার জন্য তাঁকে এই সকল উত্তম ও সুন্দর বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে হয়েছিল। ব্যক্তিগত শান্তির চতুর্থ শর্ত হিসাবে তিনি একটি অতি বাস্তব বিষয় প্রদান করেছেন, তিনি বলেছেন, "তোমরা আমার কাছে যাহা যাহা শিখিয়াছ, গ্রহণ করিয়াছ, শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ, সেই সকলই কর, তাহাতে শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন" (৯ পদ)। অনেক সময় আমরা আমাদের শান্তি হারিয়ে ফেলি কারণ যা কিছু আমরা সঠিক বলে মনে করি, তা সাধন করার সাহস আমরা হারিয়ে ফেলি। যা কিছু আমাদের শান্তির পথে নিয়ে যাবে বলে মনে করি, আমরা সেটাই করে থাকি। পৌল প্রদত্ত ব্যবস্থাবিধি হল, আমরা যে ধার্মিকতা জানি ও

বিশ্বাস করি, সেইমত কাজ করা (গীতসংহিতা ৪)।

আমরা শান্তির পঞ্চম শর্তটি পাই, এই বাক্যের মধ্যে "যে কোনসদ্‌গুণ", বা "যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত" —এর নিহিত অর্থ হল উত্তম বিষয়ে বিশ্বাস হারানো সম্ভব (৮ পদ)। এর অর্থ বিশ্বাসের যাত্রাপথে আমরা মঙ্গলজনক যা কিছু করি, তার মূল্য সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। একটির পর একটি কারাগারে প্রভুর পরিচর্য্যা করে পৌলের কি লাভ হয়েছিল? এটাকেই পৌল উত্তমকার্য্যে বিশ্বাস বা সন্দেহ করা বলছেন। নিজেদের বা অন্যের মঙ্গলকার্য্যের প্রতি সন্দেহ, আমাদের 'শান্তি হরণ' করে থাকে।

ব্যক্তিগত শান্তির জন্য পৌল প্রদত্ত সরল শর্তটি হল, "ধন্যবাদ দাও।" (৬ পদ) কৃতজ্ঞ মনোভাবের একটি উপজাত ভাব হল ব্যক্তিগত শান্তি। যখন আপনি কৃতজ্ঞচিত্তে আরাধনা করেন আপনি আপনার নেতিবাচক চিন্তাগুলি সরিয়ে দিয়ে, স্বাভাবিকভাবে চিন্তার ইতিবাচক সবুজ ক্ষেত্রে সেগুলিকে বিচরণ করতে দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পদ্ধতি একটি অতি গঠনমূলক পন্থা, যা আপনাকে ব্যক্তিগত ধৈর্য্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

শান্তির এই ব্যবস্থাবিধির সপ্তম স্তর হল, ধৈর্য্য। ধৈর্য্য হল বিশ্বাসে অপেক্ষা করা, যখন আমরা প্রভুর প্রতি অপেক্ষা করি। ধৈর্য্য হল প্রেমে অপেক্ষা করা, যখন আমরা মানুষের প্রতি ধৈর্য্যশীল হই। অধৈর্য্য শান্তি হরণ করে। ধৈর্য্য পবিত্র আত্মার ফল, যা শান্তি আনয়ন করে (১১পদ)।

তারপর পৌল শান্তির জন্য অষ্টম শর্তটি লিখছেন। "তোমাদের শান্ত ভাব মনুষ্যমাত্রের বিদিত হউক" (৫ পদ)। এটা হল শান্তভাবের স্বীকৃতি। আপনার জীবনের যে পরিস্থিতি আপনি পরিবর্তন করতে পারছেন না, তা যদি গ্রহণ করেন, আপনি শান্তি লাভ করবেন। শান্তভাব ও ধৈর্য্য আত্মার ফল (গালাতীয় ৫:২২, ২৩)।

শান্তির জন্য তাঁর শেষ চারটি শর্তে, পৌল পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। তিনি আমাদের শান্তির জন্য নবম শর্তটি দিয়ে বলেছেন "প্রভু নিকটবর্তী" যার দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন - "প্রভু নিকটে আছ একথা কখনও ভুলে যেও না" (৫ পদ)। পৌল কখনও একাকী ছিলেন না, যদিও তাঁর শেষ কারারুদ্ধ অবস্থায় তাঁর জানা সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। এ পৃথিবীতে তাঁর শেষের দিনগুলি সম্পর্কে

তিনি লিখেছেন, "সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিল ..... কিন্তু প্রভু আমার নিকটে দাঁড়াইলেন এবং আমাকে বলবান করিলেন" (২ তীমথিয় ৪:১৬, ১৭)। যে কোন অবস্থায়, আমরা যদি মনে রাখি যে, প্রভু সর্বদা আমাদের কাছেই আছেন এবং আমাদের বলবান করছেন, তবে আমরা মনে শান্তি লাভ করবো।

এই একই প্রসঙ্গে, পৌল শান্তির দশম শর্ত সম্পর্কে লিখেছেন, "প্রভুতে সর্বদা আনন্দ কর", (৪ পদ)। ফিলিপীয়দের উপদেশ দিয়ে যখন পৌল বলছেন, "প্রভুতে আনন্দ কর", তখন তিনি প্রকৃতই বলতে চেয়েছেন, খ্রীষ্টকে জানার মধ্য দিয়ে তোমরা আনন্দলাভ করতে শেখো।

তিনি শান্তির একাদশ শর্তটিও লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে — "যদি কোন প্রশংসা থাকে' যার অর্থ "ঈশ্বরের সমর্থনকে মূল্য দিতে শেখ"। যদি আপনি আপনার ধৈর্য্য রক্ষার জন্য মানুষের সমর্থন লাভ করতে চান, আপনার ধৈর্য্যের ভাব অতি ভঙ্গুর হয়ে পড়বে। এমন সময় আসবে যখন একই সঙ্গে আপনি ঈশ্বরের সমর্থন ও মানুষের সমর্থন লাভ করতে পারবেন না। ঈশ্বরের সমর্থনকে মূল্য দিতে শিখলেই, স্থিতিশীল শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারবেন। এই সত্যটি আমরা বাইবেলে লিখিত তিনটি শব্দ থেকে শিখতে পারি - যা ঈশ্বর অব্রাহামের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেছিলেন। সেই তিনটি শব্দ হল, "আমার সম্মুখে গমনাগমন" কর (আদিপুস্তক ১৭ : ১)।

শান্তির জন্য পৌলের শেষ শর্ত হল - "তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে' অর্পণ কর। (৭ পদ) এ হল আর একভাবে বলা যে, "ঈশ্বর আমি পারছি না কিন্তু তুমি পার। আমি কে ও কি, সেটা চিন্তার বিষয় নয়, প্রকৃত বিষয় হল, তুমি কে ও কি। আমি কি করতে পারি সেটা কোন ব্যাপার নয়, প্রকৃত বিষয় হল, তুমি কি করতে পার। আমি কি চাই, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তুমি কি চাও। সব শেষে বলা যায়, আমি কি করেছি, সেটা চিন্তার বিষয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, তুমি কি সাধন করেছিলে।" এই মনোভাব যেটিকে আমি "চারটি আত্মিক গোপনীয়তারূপে অভিহিত করি, আমাদের, "মানববুদ্ধির অতীত শান্তি প্রদান করতে পারে।" এই গূঢ় বিষয়গুলিই "খ্রীষ্ট যীশুতে হৃদয় ও মন অর্পণ" করা প্রদর্শিত করে।

আপনি কি বাইবেলে বর্ণিত অবিরত ঈশ্বরের শান্তি ভোগ করে

থাকেন? এই শর্তগুলি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ, ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুন। ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিগত শান্তি বজায় রাখতে পারেন কিন্তু সেই শান্তি খুবই শর্তসাপেক্ষ। পৌল ও শাস্ত্রের অন্যান্য লেখকগণ যে শর্তে নির্দেশ করেছেন, সেগুলি যদি আমরা পালন করি, তাহলে ঈশ্বর আমাদের সদাসর্বদা ব্যক্তিগতভাবে শান্তি প্রদান করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

কলসী শহর, ইফিষ থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ প্রকাশিত বাক্যে উল্লেখিত একগুচ্ছ উপমণ্ডলীর একটি হচ্ছে কলসীয় মণ্ডলী। এটি ইফিষে পৌল কর্তৃক স্থাপিত অন্যতম মণ্ডলী (প্রকাশিত বাক্য ২,৩)।

এই কলসীয় মণ্ডলীর অন্ততঃ তিনটি সমস্যা ছিল। প্রথমতঃ কলসীয়দের বিশ্বাসের উপর একটি দার্শনিক বৌদ্ধিক আক্রমণ দেখা দিয়ে ছিল। তারপর ছিল নানা নিয়মকানুন। কলসীর প্রাচীন পন্থী মশীহে বিশ্বাসী ভক্ত শিষ্যদের উপর নানা যিহূদী নিয়ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। এছাড়া কলসীয় মণ্ডলীর লোকেরা দর্শনলাভ, স্বর্গদূতের আরাধনা ও নানা দুর্বোধ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জন্য সন্দেহজনক কাজ করছিল। যখন কলসীয় মণ্ডলীতে এই সকল সমস্যা দেখা দিল, তখন কলসীয় মণ্ডলীর পরিচারক ইপাফ্রা, পৌলের উপদেশ গ্রহণের জন্য রোমে গিয়েছিলেন। হয়তো এই কারণেই পৌল কলসীয় মণ্ডলীকে এই পত্রটি লিখেছিলেন।

ইফিষীয় পুস্তকটি মণ্ডলী সম্পর্কে পৌলের এক শ্রেষ্ঠ অবদান। কলসীয় পুস্তকটি "মণ্ডলীর খ্রীষ্ট" বিষয়ে পৌলের এক শ্রেষ্ঠ অবদান।

কলসীয়দের বিশ্বাসের উপর যে দার্শনিক আক্রমণ হয়েছিল, তার কিছু অংশ ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। সেখানকার লোকেরা খ্রীষ্ট যীশুকে 'অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি' বলে বিশ্বাস করত না। যীশু খ্রীষ্টই ইম্মানূয়েল - "আমাদের সহিত ঈশ্বর' - তারা যীশুর এই ঈশ্বরত্বের উপর দার্শনিক আঘাত হেনেছিল। সেইজন্য কলসীয়দের প্রতি পৌলের পত্রে যীশু খ্রীষ্টের প্রাধাণ্যই হল, তাঁর মূল বক্তব্য। এই পত্রে তিনি লিখেছেন, "যদি খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে থাকেন, তবে তোমরা সব কিছু পেয়েছো। যদি খ্রীষ্ট

না থাকেন, তোমাদের কিছুই নাই। যদি খ্রীষ্ট তোমাদের কাছে কিছুমাত্র হন, তবে তিনি তোমাদের সর্বেসর্বা। কারণ যীশু খ্রীষ্ট যতক্ষণ না তোমাদের সর্বেসর্বা হন, তিনি তোমাদের কোন কিছুই হতে পারেন না।"

আমার মনে হয়, আজকের দিনে আমাদের মণ্ডলীতে কলসীয় মণ্ডলীর সমতূল্য নানা সমস্যা আছে। অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা বিশ্বাসীগণের উপর আইনগত বন্ধন স্থাপন করতে চায়। কিন্তু তা সেই নীতির বিরোধী, যেখানে বলা হয়েছে, আমরা কার্য্য দ্বারা নয় কিন্তু বিশ্বাসে অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করেছি। আমাদের মণ্ডলীতে আরও অন্য ব্যক্তি আছেন, যারা মনে করে আত্মিক যা কিছু পবিত্র আত্মা থেকে আসে এবং তার ফলে আত্মিক জগতের অন্ধকারময় দিক দ্বারা আক্রান্ত হন। আবার অনেক স্বীকৃত বিশ্বাসী আছেন, যারা তাদের বিশ্বাসকে বরফের ন্যায় শীতল ও আচারনিষ্ঠ করে তোলেন। এছাড়া আজকের দিনে আমাদের মণ্ডলীতে এমন ব্যক্তিও আছেন, যারা খ্রীষ্টকে বাষ্পের ন্যায় অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ করে তোলেন। তারা যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর শিক্ষা এত জটিল ভাবে প্রকাশ করেন যে, তাদের বক্তব্য আমরা বুঝতেও পারি না।

কলসীয়দের প্রতি পত্রে, পৌল এই সকল সমস্যার উল্লেখ করেছেন। কলসীয়দের প্রতি পত্রে পৌল প্রদত্ত সংশোধনমূলক শিক্ষায়, আমরা আজকের দিনে আমাদের মণ্ডলীতে একই ধরনের সমস্যার সমাধানসূত্র পেতে পারি।

প্রথম অধ্যায়ে, পৌল, খ্রীষ্ট কে, এই সম্পর্কে নূতন নিয়মে কয়েকটি অতি সুন্দর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। পৌল খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলেছেন, "ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য, যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে; আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে। আর তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক, তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন সর্ববিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হন" (কলসীয় ১:১৫-১৮ পদ)।

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন, পৌল এখানে খ্রীষ্টকে উপস্থাপিত করার জন্য কিভাবে, ব্যক্তি খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের উপর দার্শনিক আক্রমণকে

খণ্ডন করেছেন? খ্রীষ্ট কে সে সম্পর্কে বলা ছাড়াও, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য কি করেছেন, সে কথাও পৌল আমাদের বলছেন। "তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের কর্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন; ইঁহাতেই আমরা মুক্তি পাপের মোচন প্রাপ্ত হইয়াছি," (১৩-১৪ পদ)। এটা কি যীশু খ্রীষ্টের কাজ ও সুসমাচার সম্পর্কে এক অতি অপূর্ব মন্তব্য নয়?

প্রথম অধ্যায়ে পৌল, খ্রীষ্টের সাধিত কার্য্য যে কত উপযুক্ত, তা কলসীয়দের কাছে প্রকাশ করার জন্য, তিনি লিখেছেন, "একমাত্র শর্ত হল, তোমরা সেই সত্যে বিশ্বাস দ্বারা বদ্ধমূল ও অটল হইয়া স্থির থাক। খ্রীষ্ট তোমাদের জন্য মরিয়াছেন, এই শুভ-সংবাদ বিশ্বাস কর এবং তিনিই তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারেন, এ বিশ্বাসে অটল থাক" (২২-২৩ পদ)।

আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে, খ্রীষ্টকে এবং তিনি আমাদের জন্য কি করেছেন? খ্রীষ্ট আপনার জন্য যা কিছু করেছেন, তা কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে, আপনি কি অনুধাবন করেছেন?

তারপর, খ্রীষ্টে কিভাবে জীবনযাপন করতে হবে, সে সম্পর্কে পৌল কি বলেছেন, লক্ষ্য করুন। তিনি লিখছেন, "অতএব, খ্রীষ্ট যীশুকে, প্রভুকে, যেমন গ্রহণ করিয়াছ, তেমনি তাঁহাতেই চল, তাঁহাতেই বদ্ধমূল ও সংগ্রথিত হইয়া প্রাপ্ত শিক্ষানুসারে বিশ্বাসে দৃঢ়ীভূত হও এবং ধন্যবাদ সহকারে উপচিয়া পড়" (২:৬-৭)। এটি, কিভাবে খ্রীষ্ট জীবনযাপন করা যায় এবং খ্রীষ্টে জীবনযাপনের ফলাফল সম্পর্কে এক সুন্দর বাস্তব মতামত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌল খ্রীষ্টে আমাদের লাভ সম্পর্কে বলেছেন, যখন তিনি লিখছেন, "কেননা খ্রীষ্টেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে এবং তোমরা তাঁহাতে পূর্ণীকৃত হইয়াছ, যিনি সমস্ত আধিপত্যের ও কর্তৃত্বের মস্তক। আর তাঁহাতেই তোমরা অহস্তকৃত ত্বক্‌ছেদে, মাংসের দেহ বস্ত্রবৎ পরিত্যাগে, খ্রীষ্টের ত্বক্‌ছেদে, ছিন্নত্বক্ হইয়াছ; ফলতঃ বাপ্তিস্মে তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছ এবং তাহাতে তাঁহার সহিত উত্থাপিতও হইয়াছ; ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বিশ্বাস দ্বারা হইয়াছ; যিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন" (৯-১২ পদ)। পৌল এই সকল কথা সেইসব

ব্যবস্থাবিদ্‌গণকে বলছেন, যারা কলসীয়দের বলতেন যে, পরিত্রাণের নিমিত্ত তাদের ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হতে হবে।

কলসীয়দের প্রতি পৌলের পত্রের মধ্য দিয়ে, তাঁর গভীর আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি প্রদর্শিত হয়। পৌলের আত্মিক জীবনের অন্যতম চাবিকাঠি হল, তাঁর প্রার্থনা। তিনি উদাহরণ সহযোগে আমাদের দেখিয়েছেন, প্রার্থনার গুরুত্ব, ঠিক যেমন যীশু দেখিয়েছিলেন। কলসীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীবর্গের জন্য পৌলের প্রার্থনার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করুন এবং তারপর আপনার নিজের প্রার্থনার সঙ্গে তুলনা করুন। পৌল যেমন প্রার্থনা করতেন, তারাও সেইরূপ প্রার্থনা করার চেষ্টা করতেন, বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনবেন ও উত্তর প্রদান করবেন এবং সেটাই আপনাকে তাঁর পথ অনুধাবন ও অনুসরণ করতে সাহায্য করবে।

পঞ্চ ম অধ্যায়

থিষলনীকীয়দের প্রতি পৌলের প্রথম পত্র

থিষলনীকীয়দের প্রতি পৌলের প্রথম পত্রের মূলকথা হল, যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন। এই বিষয়টি থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ যদিও পৌল খুব কম সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি তাদের এই সত্যটিই শিক্ষা দিয়েছিলেন।

প্রেরিতদের পুস্তকে, কিভাবে থিষলনীকীয়তে মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল, তার একটি সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (প্রেরিত ১৭:১-১৫)। যখন ঐ শহরে মণ্ডলী স্থাপিত হল, তখন সেখানে পৌল যে অসাধারণ পরিচর্য্যা করেছিলেন, তা অনুধাবন করতে এই পদগুলি আমাদের সাহায্য করে। যেহেতু পৌল মাত্র তিনটি বিশ্রামবার তাদের সঙ্গে ছিলেন, এই শক্তিশালী মণ্ডলীটি এক মাসের কম সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। যদিও পৌল ধর্মধামে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু থিষলনীকীয়তে যারা প্রথম মনপরিবর্তন করেছিলেন, তারা যিহুদী নয়, কিন্তু বিখ্যাত গ্রীক পুরুষ ও নারী। এর ফলে যিহূদীগণ পৌলকে হিংসা করতে শুরু করলো। তারা তাকে এমন নির্মমভাবে তাড়না করল যে, তিনি সেই শহর পরিত্যাগ করে, প্রথমে বিরয়াতে গেলেন

এবং তারপর এথেন্স ও করিন্থে গেলেন এবং সেখান থেকে থিষলনীকীদের উদ্দেশে প্রথম পত্রটি লিখলেন। তীমথিয় ও সীল সেখানে থাকলেন এবং পরে পৌল তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

যখন পৌল থিষলনীকীয়তে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করেন, তখন তিনি তাদের কাছে, যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যখন করিন্থে তীমথিয়ের সঙ্গে পৌলের সাক্ষাৎ হল, তিনি পৌলকে থিষলনীকীয়ার বিশ্বাসীদের সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করলেন। তিনি পৌলকে এই সংবাদ দিলেন যে, যদিও থিষলনীকীয়ার শিষ্যগণ প্রভুতে শক্তিশালী, যিহূদিরা তাদের উপর এত অত্যাচার করছে যে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

তীমথিয় পৌলকে আরও বললেন যে, দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে তাঁর শিক্ষার বিষয়ে থিষলনীকীয়দের নানা প্রশ্ন আছে। অত্যাচারের ফলে তাদের যে সব প্রিয়জন শহীদ হয়েছেন, তারা তাদের জন্য বিশেষ চিন্তিত। যখন যীশু খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর জন্য পুনরায় আসবেন, তখন তারা কি তাঁর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চি ত হবেন?

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, যীশুর দ্বিতীয় আগমন ও মণ্ডলীর মহানন্দ সম্পর্কে পৌলের বক্তব্যটি চিন্তা করুন। মণ্ডলীর আনন্দ এই শিক্ষার জন্য যে, যীশুর পুনরাগমনে বিশ্বাসীগণ স্বর্গে "নীত হবেন"। অত্যাচারিত থিষলনীকীদের জন্য তাঁর অন্তর যে ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে ছিল, সেটি আমাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য পৌল লিখেছেন, "কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমরা চাহি না যে, যাহারা নিদ্রাগত হয়, তাহাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞাত থাক; যেন যাহাদের প্রত্যাশা নাই, সেই অন্য সকল লোকের মত, তোমরা দুঃখার্ত না হও। কেননা আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, যীশু মরিয়াছেন, এবং উঠিয়াছেন, তখন জানি, ঈশ্বর যীশু দ্বারা নিদ্রাগত লোকদিগকেও সেইরূপ তাঁহার সহিত আনয়ন করিবেন। কেননা আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি যে, আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোন ক্রমে সেই নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না। কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্যসহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি,

যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব। অতএব, তোমরা এই সকল কথা বলিয়া একজন অন্যজনকে সান্ত্বনা দাও" (১ থিষলনীকীয় ৪:১৩-১৮ পদ)।

এটি যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে শাস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদ লেখার কালে পৌলের অন্তরের গুরুভার লক্ষ্য করুন। একজন মহান শিক্ষকরূপে পৌল চান না যে, থিষলনীকীয়ার নব্য বিশ্বাসীগণ খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে অজ্ঞ থাকুক। (১৩)।

যেহেতু পৌল একজন মহান প্রচারক, তিনি চাইতেন না যে, থিষলনীকীয়ার বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলুক। তাঁর মূল বক্তব্য হল, যেহেতু খ্রীষ্ট মরেছেন ও পুনরায় উঠেছেন, আমরা আমাদের প্রিয়জনদের পুনরুত্থানেও বিশ্বাস করব (১৪)। তারপর তিনি তাদের বিস্তৃতভাবে মণ্ডলীর মহানন্দ সম্পর্কে বলেছেন।

যেহেতু পৌল একজন মহান ভাববাদী, তিনি চান নি যে থিষলনীকীয়গণ প্রভুর বাক্যবিহীন থাকে। সেইজন্য তিনি লিখছেন যে, তিনি "প্রভুর বাক্য দ্বারা তাদের একথা বলছেন" (১৫)।

সবশেষে যেহেতু পৌল একজন মহান পালক তিনি চান না যে তাঁর প্রিয় মানুষেরা প্রত্যাশা বা সান্ত্বনা রোহিত থাকে। সম্ভবতঃ থিষলনীকীয়দের এই সত্য জ্ঞাপন করাই ছিল পৌলের মুখ্য উদ্দেশ্য কারণ, তাদের যে সকল প্রিয়জনকে হত্যা করা হয়েছিল, তারা তাদের জন্য চিন্তিত ছিল। তিনি লিখেছেন, "যখন যীশু খ্রীষ্ট পুনরায় আসবেন, যারা খ্রীষ্টে মরেছেন, তারা প্রথমে উঠবে" (১৬ পদ)। শাস্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে, মণ্ডলীর আনন্দধবনিই হল, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। পৌল করিন্থীয়দেরও ঠিক একই শিক্ষা দিয়েছিলেন (১ করিন্থীয় ১৫:৫১, ৫২)। যীশুও অলিভ পর্বতের উপরে, এই একই শিক্ষা দিয়েছিলেন (মথি ২৪:৪০, ৪১)।

থিষলনীকীয়দের প্রতি পত্রের প্রায় প্রথম থেকে পৌল তাদের খ্রীষ্টের পুনরাগমনের এক বাস্তব, আশাপ্রদ শিক্ষা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। সম্ভাষণে তিনি লিখেছেন, "আমরা প্রার্থনাকালে তোমাদের নাম উল্লেখ

করিয়া তোমাদের সকলের নিমিত্ত সতত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া থাকি; আমরা তোমাদের বিশ্বাসের কার্য্য, প্রেমের পরিশ্রম ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রত্যাশার ধৈর্য্য আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সাক্ষাতে অবিরত স্মরণ করিয়া থাকি।"

পৌল এই মণ্ডলীকে পত্র লেখার সময়, "বিশ্বাসের কার্য্য" ও "প্রেমের পরিশ্রম" এর কথা একটি বিশেষ কারণে উল্লেখ করেছেন। কারণ থিষলনীকীয়গণ যীশুর দ্বিতীয় আগমণ সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারে নি এবং স্পষ্টতঃ অনেকে তাদের কাজ ত্যাগ করেছিল। তারা মনে করতো দ্বিতীয় আগমন এত নিকটবর্তী, যে তারা সারাদিন একসঙ্গে বসে প্রভুর আগমনের জন্য অপেক্ষারত ছিল। পৌল তাদের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, যদি খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনে তোমাদের বিশ্বাস থাকে,তবে তোমরা খ্রীষ্টের জন্য প্রেমের পরিশ্রমে নিজেদের যুক্ত করা উচিত।

১ থিষলনীকীয় দ্বিতীয় অধ্যায়, আমরা, আদর্শ প্রচারক পৌলের এক আশ্চর্য্যজনক রূপ প্রত্যক্ষ করি। ঈশ্বর ও ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি পৌলের সাহস, সুস্পষ্টভাবে, বিশ্বস্ততা, সরলতা ও আস্থাশীলতা লক্ষ্য করুন। তিনি থিষলনীকীয়দের বলছেন যে তাদের আত্মিক সমৃদ্ধিই তাঁর বেঁচে থাকার কারণ (১-১২)।

তৃতীয় অধ্যায়ে এই পত্র কিভাবে লেখা হয়েছে, তার বর্ণনা প্রদান করে পৌল লিখেছেন, এই কারণে যখন আমি আর ধৈর্য্য ধরতে পারলাম না, আমি তোমাদের বিশ্বাস জানতে পাঠালাম, যেন তোমরা কোনভাবে প্রলোভিত না হও, আর আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু এখন তীমথিয় তোমাদের কাছ থেকে এসেছে এবং তোমাদের বিশ্বাস ও ভালবাসার শুভসংবাদ আমাদের কাছে বহন করে এনেছে। তোমরা আমাদের সদাসর্বদা স্মরণ কর, আমাদের দেখার ইচ্ছা পোষণ কর, যেমন আমরাও তোমাদের দেখতে চাই। অতএব ভ্রাতৃগণ, আমাদের সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশে, তোমাদের বিশ্বাসই আমাদের সান্ত্বনা। যদি তোমরা প্রভুতে দৃঢ়ভাবে স্থির থাক, তবেই আমরা জীবিত থাকবো (৫-৮)। নূতন নিয়মে প্রায় অর্ধেক অংশের লেখক, প্রচারক, পালক ও শিক্ষক পৌলের এ এক অতি সুন্দর অন্তর্দৃষ্টি।

আপনি কি যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর মহানন্দে বিশ্বাস করেন? প্রেরিত পৌল আমাদের একথা বলেছেন কারণ তিনি আমাদের সান্ত্বনা প্রদান করতে চান। মণ্ডলীর মহানন্দ সম্পর্কীয় শিক্ষার সান্ত্বনা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। এটাই বিশ্বাসীদের আশীর্বাদযুক্ত প্রত্যাশা এবং এ জগতের একমাত্র প্রত্যাশা।

চতুর্থ অধ্যায়ে যে অনুচ্ছেদের উপর আমরা আলোকপাত করেছি, তা ছাড়াই এখানে পৌল তাঁর শিক্ষা কয়েকটি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। যীশুর পুনরাগমন সম্পর্কে অত্যুৎসাহী থিষলনীকীয়গণকে তিনি শান্তভাবে থাকতে ও কঠিন পরিশ্রম করার নির্দেশ দিচ্ছেন (১১-১২ পদ)।

পঞ্চম অধ্যায়ে পৌল, দ্বিতীয় আগমনের সময়কাল সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করার পর, তাঁর এই শিক্ষার সুস্পষ্ট প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, খুবই বাস্তব সম্মত মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, বিশেষ বিশেষ কালের ও সময়ের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু লেখা অনাবশ্যক। কারণ তোমরা আপনারা বিলক্ষণ জান, রাত্রিকালে যেমন চোর, তেমনি প্রভুর দিন আসিতেছে। লোকে যখন বলে শান্তি ও অভয়, তখনই তাহাদের কাছে যেমন গর্ভবতীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তেমনি আকস্মিক বিনাশ উপস্থিত হয়, আর তাহারা কোন ক্রমে এড়াইতে পারিবে না" (১-৩ পদ)।

এই অনুচ্ছেদে, পৌল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টের পুনরাগমনের সঠিক সময় সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞেয়বাদী হতে বলছেন। তিনি অবশ্য বলছেন, "কিন্তু ভ্রাতৃগণ, তোমরা অন্ধকারে নও যে, সেই দিন চোরের ন্যায়, তোমাদের উপরে আসিয়া পড়িবে। তোমরা ত সকলে দীপ্তির সন্তান ও দিবসের সন্তান, আমরা রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই। অতএব আইস আমরা অন্য সকলের ন্যায় নিদ্রা না যাই, বরং জাগিয়া থাকি ও মিতাচারী হই" (৪-৬ পদ)।

দ্বিতীয় আগমনকালে মণ্ডলীর মহানন্দ ছাড়াও আমরা আরও কতকগুলি ঘটনা লক্ষ্য করবো, যেমন সহস্র বৎসর রাজত্বের ঘটনা (প্রকাশিত বাক্য ২০:৪-৬ পদ)। অনেকে এই রাজ্য আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে চান, আবার অনেকে এটি আলংকারিক অর্থে গ্রহণ করেন। যদি আপনি মনে করেন সেটি একটি আত্মিক রাজত্ব, বা আলংকরিক রাজত্ব, তবে বলা যায় আপনি সেই "সহস্রবর্ষ রাজত্বের একজন অংশীদার"। যদি আপনি বিশ্বাস করেন,

এই পৃথিবীতে সহস্রবৎসর রাজত্ব করার জন্য প্রভু যীশু পুনরায় আসবেন, তবে আপনাকে "সহস্র বৎসর রাজত্বের প্রতীক্ষাকারী" বলা যায়। যদি আপনি বিশ্বাস করেন, অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হবে এবং এই জগতে ঈশ্বরের রাজ্য বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করবে এবং ঠিক তখনই যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন ঘটবে, তাহলে আপনি, "সহস্রবৎসর রাজত্বে বিশ্বাসকারী।"

আবার এমন অনেকে আছেন, যাদের সহস্রবৎসর রাজত্বে বিশ্বাসী সব দলেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ তারা এই সবগুলিতেই বিশ্বাস করেন।

এই অধ্যায়ে পৌল, থিষলনীকীয়ার নবীন মণ্ডলী বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন, "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁর জন্য আমাদের সমবেত হওয়া প্রসঙ্গে, ভ্রাতৃগণ আমরা তোমাদের বলছি, প্রভুর দিন উপস্থিত হয়েছে, এই কথা বলে কোন ভাববাণী, সংবাদ বা পত্র আমাদের নিকট থেকে এসেছে, মনে করে তোমরা সহজেই অস্থির বা বিস্মিত হয়ো না" (১-২)।

পৌল এখানে, ১ থিষলনীকীয় ৪ অধ্যায়ে লিখিত মণ্ডলীর মহানন্দ ও যোয়েল, সফনিয় ও সখরিয় ভাববাদী কর্তৃক লিখিত 'প্রভুর দিন' সম্পর্কীয় ঘটনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করছেন। দ্বিতীয় পিতর তিন অধ্যায়ে, পিতরও এ সম্পর্কে ভাববাণী করেছেন।

মণ্ডলীর মহানন্দ ও প্রভুর দিন একই ঘটনা নয়। প্রভুর 'মহা ভয়ঙ্কর দিন' হল, যে দিন ঈশ্বর জগতের মহা বিচার সাধন করবেন। মণ্ডলীর মহানন্দের দিন হল সেই দিন, যে দিন মণ্ডলী এ পৃথিবী থেকে স্বর্গে নীত হবে। যীশুর বাক্য অনুসারে (মথি ২৪:৪০,৪১), একটিকে নেওয়া হবে, অন্যটি পড়ে থাকবে।

এখন আপনি বুঝতে পারছেন কেন থিষলনীকীয়গণ বিচলিত হয়েছিল পৌলের দ্বিতীয় পত্রে, তিনি মণ্ডলীর মহানন্দের দিন ও প্রভুর দিনের মধ্যে এক স্পষ্ট পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন।

সারসংক্ষেপ

থিষলনীকীয়দের প্রতি পৌলের প্রথম পত্রের প্রায়গিক অংশে, বিশেষতঃ পঞ্চ ম অধ্যায়ের শেষে, তিনি প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে এক নিগূঢ় সত্য প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে আপনার ঈশতাত্ত্বিক মত যাই হোক না কেন, এটি অতি বাস্তব অভিমত (১২-২২)। এখানে তিনি যীশু

খ্রীষ্টের পুনরাগমনকালে, বিশ্বাসীর দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজ কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে এক বিস্ফোরক আজ্ঞা প্রদান করেছেন।

থিষলনীকীয়দের প্রতি পৌলের এই প্রথম পত্র থেকে আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যতার শিক্ষা ও আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। প্রথমতঃ প্রভু যীশুর পুনরাগমন হবে এবং দ্বিতীয়তঃ যখন আমরা তাঁর পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষারত থাকবো, আমরা নিজেদের প্রেমের পরিশ্রমে নিয়োজিত করে রাখবো।

ষষ্ঠ অধ্যায়
থিষলনীকীয়দের প্রতি পৌলের দ্বিতীয় পত্র

থিষলনীকীয়দের প্রতি পৌলের দ্বিতীয় পত্রটি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং এটি প্রথম পত্রের পরেই লিখিত হয়েছিল। এই দ্বিতীয় পত্রের প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়, থিষলনীকীয়দের প্রতি লিখিত প্রথম পত্রের ন্যায়। সেইজন্য এই পত্র আলোচনায় আমি গভীরভাবে ঐ দুটি অধ্যায় আলোচনা করবো না। আপনারা সেগুলি যত্নসহকারে পাঠ ও অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, থিষলনীকীয়দের এই দ্বিতীয় পত্রের মূল অধ্যায় হল দ্বিতীয় অধ্যায় - যেখানে প্রভুর দিনের আগমনে যে সকল ঘটনা ঘটবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে।

পৌল শিক্ষা দিয়ে বলছেন, যে প্রথমে সেই ধর্ম-ভ্রষ্টতা — যা শয়তানের মধ্যে দিয়ে সদাসর্বদা কাজ করে, সেটি পৃথিবীতে অবাধে রাজত্ব করবে। যখন সেই ধর্ম-ভ্রষ্টতা খ্রীষ্টের শক্তিতে বাধাপ্রাপ্ত হবে, সম্ভবতঃ তখনই প্রভুর দিন উপস্থিত হবে। এই ধর্ম-ভ্রষ্টাতার কালে মানুষ আগ্রহসহকারে নিজের পাপপূর্ণ আবেগ দ্বারা চালিত হবে। সেটা হবে এক ভয়ংকর সময়। সেই সময় পৃথিবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে সেই ব্যক্তি, বাইবেলে যাকে "খ্রীষ্ট-বিরোধী" বা খ্রীষ্টারী বলা হয়েছে। খ্রীষ্টারী প্রকৃত খ্রীষ্টের স্থান দখল করতে চাইবেন এবং যীশু খ্রীষ্ট এবং যারা তাঁকে ভালবাসে ও অনুসরণ করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে।

অনেকে বিশ্বাস করেন যে, মণ্ডলীকে, পৃথিবীর এই মহাবিপ্লের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, আবার অনেকে তা বিশ্বাস করেন না। থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রথম পত্রে পৌল লিখেছেন, "কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ক্রোধের জন্য নিযুক্ত করেন নাই, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা পরিত্রাণ লাভের জন্য, তিনি আমাদের নিমিত্ত মরিলেন, যেন আমরা জাগিয়া থাকি বা নিদ্রা যাই, তাহার সঙ্গেই জীবিত থাকি" (৫:৯-১০ পদ)। এই সকল পদের উপর ভিত্তিশীল সহস্র বৎসর রাজত্বের অপেক্ষারত বাইবেল পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, সেই মহা বিশৃঙ্খলার সময়ে ঈশ্বর কখনও তাঁর ভক্তগণের উপরে আপন ক্রোধ বর্ষিত হতে দেবেন না। মহানন্দের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের সংগ্রহ করবেন এবং তারপর পৃথিবীর অবশিষ্ট অ-বিশ্বাসীগণের উপর তাঁর ক্রোধ বর্ষিত হবে।

আপনি কি এই বাক্যদ্বারা সান্ত্বনালাভ করেছেন? যদি আপনি বুঝতে পারেন যে যীশু খ্রীষ্ট রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভুরূপে আসছেন এবং তিনি চিরতরে শাসন ও রাজত্ব করবেন, তাহলে পৌলের এই বাক্য আমাদের কাছে প্রত্যাশা ও সান্ত্বনার বাক্য। যদি যীশু আপনার প্রভু ও পরিত্রাতা না হন, তবে এ সবই বিচার্যবাক্য। আপনার পরিত্রাতারূপে খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করুন। ঠিক এখন থেকেই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করুন, তাহলে এই বাক্যগুলি আপনার প্রত্যাশার আশীর্বাদ ও মহান সান্ত্বনাকারী বাক্যে পরিণত হবে।

সপ্তম অধ্যায়
তীমথিয়ের প্রতি পৌলের প্রথম পত্র

তীত এবং তীমথিয়ের প্রতি লিখিত পৌলের প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র তাঁর 'পালকীয় লিপি' কারণ এই পত্রগুলি দুজন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত, যাঁদের পৌল উদ্ধার করেছিলেন এবং পালক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পৌল তীমথিয়ের প্রতি প্রথম পত্র ও তীতের প্রতি পত্রটি প্রায় একই সময়ে লিখেছিলেন এবং সেইজন্য এই পত্র দুটির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। পরবর্তীকালে যখন তাঁকে রোমে বলপূর্বক কারারুদ্ধ করা হয়, তখন তিনি

তীমথিয়ের উদ্দেশে দ্বিতীয় পত্রটি লিখেছিলেন — যে পত্রে পৌলের সর্বশেষ কথাগুলি লিপিবদ্ধ আছে। সেইজন্য আমরা প্রথমে ১ম তীমথিয়, তারপর তীত, তারও পর ফিলিমনকে লেখা সংক্ষিপ্ত পত্রটি আলোচনা করবো এবং সবশেষে আমরা তীমথিয়ের প্রতি লিখিত দ্বিতীয় পত্রটি আলোচনা করে, আমাদের এই পর্য্যালোচনার উপসংহার টানবো।

প্রেরিত পৌল সুপরিকল্পিতভাবে তীমথিয়কে ইফিষীয় মণ্ডলীর পালক নিযুক্ত করেছিলেন। তীতকে ক্রীট দ্বীপে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তীমথিয় ও তীতকে লেখা এই দুটি পত্র পাঠ করলে, আমরা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রের উদ্‌ঘাটন হতে দেখি।

সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে তীমথিয় একজন তরুণ স্নেহপ্রবণ ও ভাবপ্রবণ ব্যক্তি - যাঁকে পৌল ভালবাসাযুক্ত ও চিন্তাশীল পালকরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মনে হয় তীমথিয় একটু ভীতু প্রকৃতির ছিলেন এবং তাঁকে আরও সাহসী ও দৃঢ়চেতা করার জন্য পৌলের সুপরামর্শের প্রয়োজন ছিল।

অন্যদিকে তীতের প্রতি পত্র থেকে, তীতে যে রূপ ফুটে ওঠে, তা ভিন্ন ধরনের। তীত বয়স্ক ব্যক্তি এবং স্পষ্টতঃ খুব পরিণত ও ধৈর্য্যশীল। পৌল তাঁকে যে কার্য্যভার দিয়েছিলেন তার থেকেই আমরা এটি বুঝতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পৌল তীতের হাত দিয়ে অতি সমস্যাসঙ্কুল করিন্থ মণ্ডলীতে একটি সংশোধনমূলক পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি সুপরিকল্পিতভাবে তীতকে ক্রীট দ্বীপে পাঠিয়েছিলেন, যেখানে মণ্ডলী স্থাপন ও পালন করা খুবই কঠিন ছিল। ক্রীটের লোকেরা ছিল শত্রুভাবাপন্ন, হিংস্র ও জটিল। এরূপ লোকেদের নিটক পালকের কাজের জন্য, সম্ভবতঃ তীতই ছিলেন পৌলের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

পৌল ও তীমথিয়ের মধ্যে একটি নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পরিচর্য্যা কাজে এক পিতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমরা ধরে নিতে পারি, ইফিষের টায়রাস বিদ্যালয়ে যখন পৌল শিক্ষাদান করতেন, তীমথিয় ছিলেন সেখানকার একজন ছাত্র। কিন্তু লুস্ত্রাতেই তীমথিয় প্রথম পৌলকে দেখেছিলেন (প্রেরিত ১৬:১ পদ দেখুন)। সেই নগরে যখন পৌলকে প্রস্তরাঘাত করা হয়, সম্ভবতঃ তীমথিয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কল্পনা করুন, সেই অত্যাচার থেকে পৌল যখন আশ্চর্য্যজনকভাবে বেঁচে গেলেন, সেই ঘটনা বালক তীমথিয়কে কতখানি প্রভাবিত করেছিল। আমার মনে হয় পৌলের

সেই সাহস ও অসামান্য প্রতিভা দেখে, তীমথিয় তাঁকে নিজের 'হিরো' (নায়ক) করে নিয়েছিলেন। তাঁর তৃতীয় প্রচার অভিযানে, পৌল তীমথিয়কে লুস্ত্রায় নিযুক্ত করেন কারণ তখন থেকেই তীমথিয় তাঁর প্রচারদলের সঙ্গীরূপে উল্লেখিত হয়েছেন।

পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন যে, রোমে প্রথম কারারুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার পর, পৌল তীমথিয়কে তাঁর এই প্রথম পত্রটি লিখেছিলেন। এই পত্রের উদ্দেশ্য হল, তীমথিয় যেন বুঝতে পারেন, সত্যের স্তম্ভ ও ভিত্তি স্বরূপ ঈশ্বরের মণ্ডলীর কাজ সম্পর্কে ঈশ্বরের কি বাসনা। মণ্ডলীর এই প্রাথমিক পরিকল্পনা ও তীতের প্রতি পত্রে, তিনি মণ্ডলীর নেতৃত্বকারী ব্যক্তিগণের চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন (১তীমথিয় ৩:১-১৩ পদ দেখুন)।

অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন যে মণ্ডলী একটি 'আত্মা রক্ষাকারী স্থান' কিন্তু বাস্তবে, মণ্ডলী আত্মা রক্ষাকারী কার্য্য সাধনের স্থান হিসাবে গঠিত। এটি এমন এক কেন্দ্র যেখান থেকে, আত্মিকভাবে উদ্যমী সাধারণ মানুষেরা সত্যের সুসমাচার ঘোষণা করেন। যদি স্থানীয় মণ্ডলী সত্যের এরূপ কেন্দ্র হতে চায়, তবে এর সদস্যদের জন্য এবং বিশেষতঃ এর নেতৃবর্গের জন্য নির্দিষ্ট আত্মিক মানদণ্ড থাকা উচিত।

এই পত্রটি অবলোকন করলে, এই ধরনের আরও গুরুত্বপূর্ণ সত্য দেখা যায়। এগুলিকে প্রেরিত পৌলের "বিশ্বস্ত উক্তি" বলা হয়ে থাকে। যখন পৌল পালকবৃন্দকে পত্র লিখছেন, তিনি এগুলিকে "বিশ্বস্ত উক্তি এবং সকলের গ্রহণযোগ্য" বলে চিহ্নিত করছেন। তিনি প্রকৃতই যা বলতে চাইছেন, তা হল, "আমি এখন প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলতে চাইছি।"

তীমথিয়কে পৌলের বলা প্রথম বিশ্বস্ত উক্তিটি হল - "খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের পরিত্রাণ করিবার জন্য জগতে আসিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য" (১ তীমথিয় ১:১৫)। পৌল এখানে যা বলতে চাইছেন, তা হলো প্রভু আমাদের একজন পাপীর উদাহরণ দিতে চাইছেন। অনেক সময় মানুষ মনে করে, তারা এমন পাপী যে তাদের পরিত্রাণ নাই। সেইসব পাপীদের পৌল জোর দিয়ে বলছেন, "যীশু ইতিমধ্যেই জগতের সর্বাপেক্ষা মন্দ পাপীর পরিত্রাণ সাধন করেছেন। তিনি যখন আমাকে উদ্ধার করেছেন, তখন জগতের সর্বাপেক্ষা মন্দ পাপীকে উদ্ধার করেছেন। যদি তিনি আমাকে

উদ্ধার করতে পারেন, তবে নিশ্চয় আপনাকেও উদ্ধার করতে পারবেন।" পৌল এখানে আত্ম-বিলোপ করছেন না। কারণ তিনি যখন মণ্ডলীর তাড়না করতেন, তখন প্রকৃতপক্ষে নিজেকে পাপীদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে মনে করতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, পৌল যখন তীমথিয়কে মণ্ডলীর দৈনন্দিন কার্য্য সম্পর্কে বলছেন, তখন তিনি প্রার্থনাকেই মণ্ডলীর প্রথম প্রধান বিষয় বলছেন (১ তীমথিয় ২:১ পদ)। যখন পৌল বলছেন যে প্রার্থনা সকল মানুষের জন্য, তখন তিনি এক বিশেষ ধরনের প্রার্থনার কথা বলছেন। এটিকে "সুসমাচার-প্রচারকারী প্রার্থনা" বলা যেতে পারে। এটি সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা, এই কারণে যে, ঈশ্বরের "ইচ্ছা এই যে, সমুদয় মানুষ পরিত্রাণ পায়" (৪ পদ)।

মণ্ডলীকে সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি বলা যেতে পারে, যেখান থেকে সুসমাচার ঘোষিত হয় (১ তীমথিয় ৩:১৫)। সুসমাচারের সেই সত্য প্রার্থনা সহকারে ঘোষণা করতে হবে কারণ একমাত্র পবিত্র আত্মাই মানুষের মন পরিবর্তন করে, তাদের শিষ্য করতে পারেন। পৌলের মতানুসারে, মণ্ডলীতে প্রার্থনাই পালকগণের প্রথম প্রধান বিষয় হওয়া প্রয়োজন (২:১ পদ দেখুন)।

ধার্মিক তত্ত্বাবধায়ক

তীমথিয়কে লেখা পৌলের প্রথম পত্র ও তীতকে লেখা তাঁর পত্রটিকে, সমস্ত মণ্ডলীর জন্য নিয়মকানুনের সরকারী পুস্তক বলা যেতে পারে। পৌল এই পালকীয় পত্রদুটিতে স্থানীয় সমস্যাসহ বহু বাস্তব বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি কতকগুলি নীতি অনুসরণেরও আদেশ করেছেন, যেগুলি অতি সাংস্কৃতিক (সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যার উর্দ্ধে) এবং সেগুলি মণ্ডলীর সকল প্রজন্মের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ঐ পত্রের একটি অনুচ্ছেদ, আজকালকার নারীদের কাছে পৌলকে খুবই অপ্রিয় করে তোলে। পৌল লিখেছেন - "নারীগণ সলজ্জ ও সুবুদ্ধিভাবে পরিপাটী বেশে আপনাদিগকে ভূষিতা করুক; বেণীবদ্ধ কেশপাশে ও স্বর্ণ বা মুক্তা বা বহুমূল্য পরিচ্ছদ দ্বারা নয়, কিন্তু ... সৎক্রিয়ায় ভূষিতা হউক। নারী সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক মৌনভাবে শিক্ষা করুক। আমি, উপদেশ দিবার কিম্বা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি নারীকে দিই না" (১তীমথিয় ২:৯-১২)।

পৌল এখানে বলছেন না যে, নারীগণ পরিচর্য্যা করবেন না। কিন্তু তিনি এখানে এমন কিছু বলছেন, যা তিনি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সকল পত্রে বলেছেন। একটি ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে পুরুষ গৃহের মস্তক, খ্রীষ্ট পুরুষগণের মস্তক এবং পুরুষ নারীর মস্তক। এর অর্থ এই যে খ্রীষ্ট যেমন মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক ও পালক, সেই একই পথে একজন পুরুষ তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের পালক ও তত্ত্বাবধায়ক এবং পুরুষের উচিত স্থানীয় মণ্ডলীকে পালন ও তত্ত্বাবধান করা।

বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে পুরুষকে তার গৃহ ও মণ্ডলীর নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। শাস্ত্রে পুরুষ ও নারীকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সম্পূর্ণ সাম্য প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু বাইবেলে পুরুষ ও নারীকে সম মর্য্যাদা ও কাজ দেওয়া হয় নি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে ঈশ্বর "তাদের পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করলেন এবং তাদের প্রত্যেককে বিশেষ বিশেষ মর্য্যাদা, দায়িত্ব ও কাজের ভার দিলেন।

আমি মনে করি, যতক্ষণ একজন নারী মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গ ও শাসকগণের কর্তৃত্বাধীনে থাকে, সে স্থানীয় মণ্ডলীর ক্ষেত্রে পরিচর্য্যার কাজ সম্পন্ন করতে পারে। সেইজন্য নারী স্থানীয় মণ্ডলীর পালক হতে পারবেন না, এর কোন যুক্তি নেই। তবে তাকে প্রাচীনবর্গের কর্তৃত্বাধীনে থাকতে হবে, ঠিক যেভাবে একজন পালক প্রাচীনদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে।

এটাই আমাদের কাছে, এই পালকীয় পত্রগুলির আর একটি বিষয়ের অবতারণা করে। প্রথম তীমথিয়তে আমরা মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলী, মর্য্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে নানা উপদেশ লাভ করি। প্রাচীনের দায়িত্ব হল, ঈশ্বরের মেষগণকে শাসন, তত্ত্বাবধান ও পালন করা। মণ্ডলীর আর এক ধরনের কার্য্যপরিচালক হলেন 'ডিকন' বা সেবক। তারা সেবার কার্য্য করেন। তাঁরা আত্মিক পরিচর্য্যা বা একান্ত বাস্তব কাজগুলি করতে পারেন কিন্তু মণ্ডলী শাসন বা তত্ত্বাবধান করা তাঁদের দায়িত্ব নয়। মণ্ডলীর এই দুই ধরনের তত্ত্বাবধায়কের উল্লেখ, প্রথম করা হয়েছে, প্রেরিতগণের পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

মণ্ডলীর নিয়ম সম্বলিত এই দুটি পত্রে - প্রথম তীমথিয় ও তীত, এই তত্ত্বাবধায়কদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এই তত্ত্বাবধায়কদের গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে। আজকের দিনে মণ্ডলীর অক্ষমতার অন্যতম

কারণ হল, মণ্ডলীর নেতৃত্বের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও মণ্ডলীর সদস্যগণের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড বলবৎ করা হয় নি। মণ্ডলীর নেতৃবর্গ ও সদস্যগণের মধ্য দিয়েই, যে কোন প্রজন্মের কাছে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে, সুসমাচার ঘোষণা করা যায়। যদি আপনি স্থানীয় মণ্ডলীর একজন প্রাচীন হন, তবে পৌলের এই পালকীয় পত্রগুলিতে প্রদত্ত প্রাচীনগণের মানদণ্ডগুলি সতর্কভাবে ও প্রার্থনাসহকারে পাঠ করুন এবং তারপর নেতৃত্বের ঐ মানদণ্ড পালন করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করুন।

পৌল প্রাচীনগণকে আত্মিকভাবে পরিণত ও আত্মিকগুণাবলী সম্পন্ন নেতা হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। "পুরুষের একজন স্ত্রী" থাকবে, এই গুণটির ভুল অর্থ করা হয়, (২)। এর আক্ষরিক অর্থ "একজন স্ত্রী বিশিষ্ট পুরুষ" বা একজন পুরুষের একজন স্ত্রী। মৌলিক ভাষায় এই বাক্যটি পাঠ করার পর, আমার মনে হয়, এর অর্থ হল, বর্তমানে একজন পুরুষের একজন স্ত্রী থাকবে কিন্তু সে কখনই আর একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না, একথা বলা হচ্ছে না।

লক্ষ্য করুন, প্রাচীনদের মানদণ্ডের ন্যায়, সেবকদের মানদণ্ডও যথেষ্ট উচ্চ। এবং একই ধরনের কঠিন গুণাবলী এই সকল আত্মিক নেতাদের স্ত্রীগণের জন্য উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম তীমথিয় ও তীতের পুস্তকে এ বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই পত্রে পৌল তীমথিয়কে স্বধর্ম ত্যাগ অর্থাৎ যা আপনি "একসময় বিশ্বাস করতেন, তার থেকে সরে যাওয়া" — সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। পৌল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, শেষের দিনগুলিতে, দুধরনের স্বধর্মত্যাগ করতে দেখা যাবে— "ভ্রান্তিজনক আত্মায় বিশ্বাস," ও "ভূতগণের শিক্ষামালায় বিশ্বাস" (১ তীমতিয় ৪:১পদ)

"ভ্রান্তিজনক আত্মার" অর্থ আত্মিক সব কিছুই পবিত্র আত্মা নয়। অনেকে এই পার্থক্য স্বীকার করে না। তারা আত্মিক জগতের সব কিছুই গ্রহণ করতে চান, এবং বোঝে না যে, অনেকে আত্মা মানুষেকে খ্রীষ্টে বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় যে ধরনের স্বধর্মত্যাগের কথা পৌল বলেছেন, তা হল, "ভূতগণের শিক্ষামালা"। যে মতবাদ আমাদের মণ্ডলীতে শিক্ষা ও প্রচার

করতে হবে, সেটি হল ঈশ্বরের বাক্য। কিন্তু "ভূতগণের শিক্ষা" এক ভ্রান্ত মতবাদ। এই মতবাদ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না এবং ঈশ্বরের নিকট থেকে আসে না। সেগুলি শয়তানের কাছ থেকে আসে এবং শাস্ত্রে উল্লেখিত নয়, এমন মতবাদ দ্বারা অনেকে ভ্রান্ত হন। ঈশ্বরের লোকেরা কখনই বাইবেলে বলা হয়নি এমন ইঙ্গিতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

পুরোহিত পদে নিযুক্ত হওয়ার সময়, তীমথিয় স্পষ্টতঃ এক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এখানে এটাই বলা হচ্ছে যে যখন প্রাচীনবর্গ তীমথিয়ের উপর হস্তার্পণ করলেন, বিশেষ কিছু একটা যেন তার মধ্যে সঞ্চারিত হল। তিনি লিখেছেন, "পুরোহিতপদে নিযুক্ত হওয়ার সময় যা শুরু হয়েছিল সেটাতেই সমস্ত কর্মক্ষমতা প্রদান কর।" যখন তিনি লিখছেন, "তুমি পাঠ করিতে এবং প্রবোধ ও শিক্ষা দিতে নিবিষ্ট থাক," তখন আমার মনে হয়, তিনি এই একই প্রতিবার উল্লেখ করছেন (১৩-১৬পদ)।

পৌল, খ্রীষ্ট দেহে মানুষের সঙ্গে তীমথিয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত প্রকাশ করেছেন। পৌলের প্রদত্ত পরামর্শ থেকে, একথা প্রতীয়মান হয় না যে তিনি তীমথিয়কে তাঁর লোকেদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে "পেশাদার" হতে বলছেন। পরিবর্তে পৌল, ঈশ্বরের পরিবারের সঙ্গে তীমথিয়কে এমন সম্পর্ক স্থাপন করতে বলছেন, যেন তাঁরা সকলেই তাঁর নিজের পরিবারের সদস্য (১ তীমথিয় ৫:১-২)। এটি 'পেশাগত' সম্পর্ক নয় কিন্তু এক যত্নশীল নিবিড় পারস্পরিক সম্পর্ক।

পৌল তীমথিয়কে, প্রাচীন পদের উচ্চ মানদণ্ড স্থাপন করার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু উপদেশ প্রদান করেছেন। পৌল তীমথিয়কে বলছেন যে যদি কোন প্রাচীন পাপ করে (বাস্তবিক তারা তা করে) তবে সকলের সাক্ষাতে অনুযোগ করিও কারণ পরিচর্য্যা কাজ সকলের জন্য। পৌল মণ্ডলীর শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে পক্ষপাতী হতে নিষেধ করছেন, এমন কি যদি ঐ ব্যক্তি তীমথিয়ের ব্যক্তিগত বন্ধুও হয়। পৌল বিশেষভাবে লিখেছেন, "খুব সহজভাবে এইসব পদে কাউকে নিযুক্ত করো না। নিজেকে অনেক দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে, যদি তুমি প্রাচীন পদে কোন ব্যাক্তিকে নিযুক্ত করার পূর্বে বহুক্ষণ ধরে প্রার্থনা কর" (১তীমথিয় ৫:১৭-২৫)।

যাঁরা মণ্ডলীকে নেতৃত্ব প্রদান করবেন, তাঁদের চরিত্র কিরূপ হওয়া

উচিত, প্রাথমিকভাবে যদিও পৌল এ বিষয়ে চিন্তা করেছেন, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, তিনি অন্যান্য পরামর্শও প্রদান করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পৌল ক্রীতদাসদের সম্পর্কে তীমথিয়কে কয়েকটি বাস্তব পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি তীমথিয়কে বলছেন, দাসদের এমন উপদেশ দাও, যেন তাহারা আপন আপন কর্তাদিগকে সম্পূর্ণ সমাদরের যোগ্য জ্ঞান করুক, যেন ঈশ্বরের নাম .... নিন্দিত না হয় (১ পদ)। ক্রীতদাসত্বের ন্যায় সামাজিক সমস্যাকে উপেক্ষা না করে, পৌল যথেষ্ট বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথম দিকের বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই ক্রীতদাস ছিলেন। যেহেতু পৃথিবীতে তখনও ক্রীতদাসদের মুক্তি সাধিত হয় নি, পৌল তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তা দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

এই অধ্যায়ে আমরা ধার্মিকতা লাভ সম্পর্কেও এক উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদ দেখতে পাই। আমাদের সংস্কৃতিতে লাভের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেদিন থেকে একটি শিশু বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে, তাকে তার কৃতিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে শেখানো হয়। কিন্তু পরিণত বয়সে, পরিপূর্ণতার জন্য এটা এক অনুপযোগী সূত্র বলে প্রমাণিত হয়। অনেক মানুষই তাঁদের পেশায় সাফল্য লাভ করলেও, তাঁদের কৃতিত্বের জন্য সুখ, শান্তি বা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেন না। আমার মনে হয় এই সব মানুষ পৌলের সেই বাক্য সমর্থন করেন, যখন তিনি বলেন — "বাস্তবিকই ভক্তি, সন্তোষযুক্ত হইলে, মহালাভের উপায়" — (৬ পদ)।

তারপর পৌল বিষয়াসক্তি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন, "কিন্তু যাহারা ধনী হইতে বাসনা করে, তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে এবং নানাবিধ মূঢ় ও হানিকর অভিলাষে পতিত হয়, সে সকল মনুষ্যদিগকে সংহারে ও বিনাশে মগ্ন করে, কেননা - ধনাসক্তি সকল মন্দের মূল।"

পৌল তীমথিয়কে বিষয়াসক্তি পরিহার করে, ধার্মিকতার অনুধাবন করার উপদেশে দিয়েছেন (১১ পদ)।

পৌল তারপর ধনীগণকে দেওয়ার জন্য তীমথিয়কে এই উপদেশ দিয়েছেন ঃ "যাহারা এই যুগে ধনবান, তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দাও, যেন তাহারা গর্বিতমনা না হয় এবং ধনের অস্থিরতার উপরে নয়, কিন্তু যিনি ধনবানের ন্যায় সকলই আমাদের ভোগার্থে যোগাইয়া দেন, সেই ঈশ্বরেরই উপরে প্রত্যাশা রাখে" (১৭ পদ)। শাস্ত্রে বলা হয় না যে ধনবান হওয়া

মন্দ। বাইবেলে অব্রাহাম, ইয়োব ও রাজা দায়ূদসহ বহু মানুষের কথা বলা হয়েছে। ধন অন্বেষণের অভিপ্রায় এবং তারপর ধনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিই হল প্রধান বিষয়। যাদের ধন আছে, তারা তা ভাল কাজে ব্যয় করবেন, যাদের অভাব তাদের, আনন্দ সহকারে প্রদান করবেন। পৌল বলছেন এরূপ দান, ভবিষ্যতের জন্য একমাত্র নিরাপদ বিনিয়োগ (১৮১৮-১৯ পদ)।

তীমথিয় ও আমাদেরও পৌল চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন যে "ভক্তি অভ্যাস কর" কারণ ভক্তি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে আমাদের লাভবান করে (১ তীমথিয় ৪:৮)। আপনি কি আপনার জীবনে ভক্তি গড়ে তোলার অভ্যাস করছেন? আধুনিক সংস্কৃতি আমাদের লাভের অন্বেষণ করতে বলে। পৌল আমাদের ভক্তির অন্বেষণ করতে বলছেন। আপনি কি লাভের অন্বেষণ করে চলেছেন অথবা ভক্তির অন্বেষণ করে চলেছেন?

অষ্টম অধ্যায়
তীতের প্রতি পৌলের পত্র

তীতের প্রতি পত্রে পৌল, ধার্মিক কাজের - যার অর্থ, ধার্মিক তত্ত্বাবধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পৌল বলছেন তীত, একটি মাত্র উপায়ে তুমি ক্রীটে মণ্ডলী স্থাপন করতে পার - আর সেই উপায় হল, ধার্মিক তত্ত্বাবধায়ক লাভ করা, যাঁরা তাঁদের পবিত্র জীবনে ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানকে ভক্তি করেন।

একটি কঠিন স্থানে মণ্ডলী স্থাপনের জন্য এই পরিচর্য্যা পুস্তকে, পৌল তীতকে যা কিছু লিখেছেন, তার মূল কথা হল, "ভক্তি সহকারে তত্ত্বজ্ঞানের ভজনা" করা।

পৌল তীতকে বলছেন, "আমি তোমাকে এই কারণে ক্রীতীতে রাখিয়া আসিয়াছি, যেন যাহা যাহা অসম্পূর্ণ, তুমি তাহা ঠিক করিয়া দাও এবং যেমন আমি তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম, প্রত্যেক নগরে প্রাচীনদিগকে নিযুক্ত কর" (তীত ১:৫ পদ)। পৌলের সমস্যা সমাধানকারী তীতকে মণ্ডলীর ত্রুটিগুলি সংশোধন করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আপনি বুঝতে পারছেন,

গালাতীয় মণ্ডলীতে পৌল যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার সঙ্গে ক্রীটের মণ্ডলীর কয়েকটি সমস্যার মিল দেখা যায়। মৌলবাদী মশীহবিশ্বাসী যিহূদীগণ ক্রীটের বিশ্বাসীগণকে এই শিক্ষা দিচ্ছিল যে, খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত শিষ্য হওয়ার জন্য তাদের ত্বক্‌চ্ছেদ প্রাপ্ত হতে হবে। অন্যেরা ক্রীটের শিষ্যদের তাদের কাছ থেকে কেবলমাত্র অর্থ আদায় করতে বলছিল। পৌল এই দুটি সমস্যা সমাধানের ভার তীতকে অর্পণ করেছিলেন।

এই পালকীয় পত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে, এই জগতে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তিনটি এফিফেনী বা ঈশ্বরের তিনটি অভিব্যক্তি বর্ণিত হয়েছে। নূতন নিয়মে সুসমাচারের সর্বাপেক্ষা সুন্দর অভিমত যুক্ত এই পদগুলিতে, আপনি সেগুলি খুঁজে পান কিনা দেখুন ঃ

"কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমুদয় মনুষ্যের জন্য পরিত্রাণ আনয়ন করে, তাহা আমাদিগকে শাসন করিতেছে, যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া সংযত, ধার্মিক ও ভক্তিভাবে এই বর্তমান যুগে জীবন যাপন করি, এবং পরমধন্য আশাসিদ্ধির জন্য, এবং মহান ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের প্রকাশপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করি। ইনি আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন, যেন মূল্য দিয়া আমাদিগকে সমস্ত অধর্ম হইতে মুক্ত করেন, এবং আপনার নিমিত্ত 'নিজস্ব প্রজাবর্গকে', সৎক্রিয়াতে উদ্যোগী প্রজাবর্গকে, শুচি করেন। তুমি এই সকল কথা বল এবং সম্পূর্ণ ক্ষমতার সহিত উপদেশ দাও ও অনুযোগ কর, তোমাকে তুচ্ছ করিতে কাহাকেও দিও না" (২:১১-১৫ পদ)।

তিনটি এপিফেনির মণ্ডলী

আপনি কি কখনও এপিফেনি মণ্ডলী নামে কোন মণ্ডলীর কথা শুনেছেন? 'এপিফেনি' শব্দটি একটি গ্রীক শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ "আবির্ভাব"। তীতের প্রতি পত্রে পৌল যে মণ্ডলীর রূপরেখা প্রদান করেছেন, এক অর্থে সেটিকে, "দুটি আবির্ভাবের" মণ্ডলী বলা যায় কারণ পৌল তীতকে ঈশ্বরের দুটি আবির্ভাবের কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে মণ্ডলীকে এই দুটি আবির্ভাবের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পৌল লিখছেন, "ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমুদয় মনুষ্যের জন্য পরিত্রাণ আনয়ন করে" (২:১১ পদ)।

বৈৎলেহমে যখন যীশু খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তখন এই অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল এবং খ্রীষ্টের পুনরাগমনে পুনরায় প্রকাশিত হবে। মণ্ডলী, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের এই দুই আবির্ভাবের মধ্যে অবস্থিত। এই পত্রটিতে, ঈশ্বর কিভাবে এই দুই আবির্ভাবের মধ্যে মণ্ডলীকে স্থাপন করতে চান, সেই কথাই বিশেষভাবে পৌলকে দেখিয়েছেন। এই বর্তমানযুগে আমাদেরও, "সংযত, ধার্মিক ও ভক্তিভাবে" জীবনযাপন করতে হবে" (তীত ২:১২ পদ)।

পৌল আমাদের বলেছেন, খ্রীষ্টের প্রথম আবির্ভাব আমাদের জন্য পরিত্রাণ আনয়ন করেছেন এবং ঈশ্বর আমাদের উদ্ধার করেছেন কারণ তিনি "আপনার নিমিত্ত নিজস্ব প্রজাবর্গকে, সৎক্রিয়াতে উদ্যোগী প্রজাবর্গকে শুচি করতে চান" (১৪ পদ)। এখানে 'নিজস্ব প্রজাবর্গ' বলতে বিশেষ ধরনের মানুষকে বোঝানো হয়েছে। আমরা খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে অনুরূপ বিশেষ ধরনের মানুষ।

এখন আপনি বুঝতে পেরেছেন, কেন আমি, তীতকে লেখা পৌলের পত্রটিকে "তিনটি অবির্ভাবের মণ্ডলী" নামে অভিহিত করেছি। খ্রীষ্টের প্রথম আবির্ভাব ও দ্বিতীয় আগমনের মধ্যে তৃতীয় আবির্ভাব দেখা যায় যখন ঈশ্বর আমার ও আপনার মধ্য দিয়ে এ জগতে আবির্ভূত হন। ঈশ্বর আপনাকে ও আমাকে তাঁর কাজের জন্য মনোনীত করেছেন। আমরাই তাঁর সেই 'নিজস্ব প্রজাবর্গ।' আমাদেরই এ জগতে যীশু হতে হবে। আমাদের মধ্য দিয়েই পুনরুত্থিত, জীবন্ত খ্রীষ্ট এ জগতের কাছে প্রকাশিত হয়ে থাকেন।

তীতের প্রতি পৌলের এই পত্রে, তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজাবর্গ, যারা খ্রীষ্টের মণ্ডলী গঠন করে, তাদের অবশ্যই "খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞানে ভক্তিশীল" হয়ে, পবিত্র ধার্মিক জীবনযাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক। যেন ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আমার ও আপনার কাছে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হতে পারেন। আমরা আশ্বস্ত হতে পারি যে, আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের মহৎ পরিকল্পনা আছে কারণ আমাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হওয়ার জন্য, তিনি আমাদের বিশেষ, ফলপ্রসূ প্রজাবৃন্দ রূপে মনোনীত করেছেন।

নবম অধ্যায়

ফিলীমনের প্রতি পৌলের পত্র

ফিলীমনের প্রতি পত্রটি, কারাগার থেকে লেখা, পৌলের পাঁচটি পত্রের মধ্যে চতুর্থ পত্র। যদিও ফিলীমনকে লেখা পৌলের পত্রটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র পত্র, তথাপি এর প্রভাব সুদূর প্রসারী, বিশেষতঃ সামাজিক ক্ষেত্রে।

ফিলীমন একজন ধনী পরজাতীয় বিশ্বাসী, যিনি কলসীতে বাস করতেন। তার অনেক ক্রীতদাস ছিল, যার মধ্যে একজনের নাম ছিল, ওনীষিম। ওনীষিম নামের অর্থ "লাভজনক" বা "প্রয়োজনীয়"। তাকে এই নাম দেওয়া হয়েছিল কারণ মনে হয় সে খুবই মূল্যবান ক্রীতদাস ছিল।

হয়তো ওনীষিম তার প্রভু ফিলীমনের কিছু অর্থ চুরি করে, পালিয়ে গিয়েছিল। কাজেই সে পলাতক দাস ও চোর উভয়ই দোষে অভিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু রোম নগরীতে ওনীষিম, কারাগারে পৌলের দেখা পায় এবং পৌল তাকে খ্রীষ্টে বিশ্বাসী করে তোলেন। নবজন্ম লাভের জন্য অনুতাপ প্রয়োজন এবং ওনীষিমের ক্ষেত্রে অনুতাপের অর্থ, তাকে তার প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং পলাতক দাসরূপে নির্দিষ্ট ফলাফল ভোগ করতে হবে। পৌল ওনীষিমকে একথাই বলেছিলেন। কিন্তু তিনি ওনীষিমকে আরও বলেছিলেন যে, তিনি তাকে একটি পত্রসহ ফিলীমনের নিকট ফেরৎ পাঠাবেন এবং ঐ পত্রে তিনি ফিলীমনকে এই খ্রীষ্টে নূতন ভ্রাতার প্রতি সদয় হতে অনুরোধ করবেন।

ফিলীমনের প্রতি পৌলের পত্রটি, সেই পত্র, যেটি ওনীষিম নিজে হাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, যখন সে তার প্রভুর কাছে ফিরে যায়।

এই পত্রটির সামাজিক মূল্য খুব বেশী, শুধু তাই নয়, এটি কূটনীতি ও কৌশলের এক শ্রেষ্ঠ অবদান। পৌলের এই পত্রের মূল উদ্দেশ্য যদি আপনি অনুধাবন করতে পারেন লক্ষ্য করুন পৌল কি সুন্দরভাবে, কূটনীতি ও কৌশলের সাহায্যে ঐ উদ্দেশ্যের প্রতি অগসর হয়েছেন। পৌল ফিলীমনের খ্রীষ্টের-ন্যায় আত্মার প্রতি আবেদন করেছেন এবং বিশেষভাবে আশা করছেন যে, ফিলীমন আনন্দসহকারে ও স্বেচ্ছাকৃতভাবে ওনীষিমকে ফিরিয়ে নেবেন।

এই পত্রের মূলকথা, যা পৌল ফিলীমনকে ও আমাদের কাছে আবেদন করে বলেছেন, তা হল, যীশু খ্রীষ্ট মানুষের পরিবর্তন করতে পারেন। এবং তিনি যখন তা করেন, তিনি তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও পরিবর্তিত করেন। সেইজন্য পৌল ফিলীমনকে লিখছেন, "আমি চাই তুমি ওনীষিমকে ক্ষমা করবে এবং তাকে ফিরিয়ে নেবে। পলাতক দাস ও চোর হিসাবে তাকে শাস্তি দেবে না কিন্তু একজন ভাই, খ্রীষ্টে সহকারী শিষ্য হিসাবে তাকে গ্রহণ করবে।" তখনকার দিনে পলাতক দাসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো।

যীশু খ্রীষ্ট কি আপনাকে পরিবর্তিত করেছেন? প্রভু যীশু কি আপনার সমস্ত সম্পর্ক পরিবর্তিত করেছেন? তিনি তা পারেন ও ইচ্ছা করেন, সে বিশ্বাস কি আপনার আছে? যীশু খ্রীষ্টই একমাত্র আমাদের ও আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন করতে পারেন কারণ একমাত্র যীশু খ্রীষ্টই মানুষকে পরিবর্তিত করেন।

এই পত্রটি পাঠ করে, আমরা এটির অন্য প্রয়োগও করতে পারি। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, ফিলীমনের প্রতি পৌলের পত্রটি প্রতীক দ্বারা পরিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তারা বিশ্বাস করেন শেষ পর্য্যন্ত ওনীষিমের ফিরে আসা ও ক্ষমা লাভ, খ্রীষ্ট কর্তৃক আমাদের উদ্ধারের প্রতীকরূপ। কোন কিছু উদ্ধারের অর্থ, সেটি পুনরায় ক্রয় করা বা ফিরে পাওয়া। যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর রক্ত সেচন করে মূল্য প্রদান করেছেন, যেন ঈশ্বর আমাদের ক্রয় করে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিতে পারেন এবং তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে আমরা জীবনযাপন করতে পারি।

এই সংক্ষিপ্ত পত্রে আমাদের সন্তানদের প্রতি ঘটতে পারে, এমন একটি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। পৌল ফিলীমনকে লিখেছিলেন যে তিনি হয়তো কিছুদিনের জন্য ওনীষিমকে হারিয়ে ছিলেন, যেন অনন্তকালের জন্য তাকে লাভ করতে পারেন (১৫)। অনেক সময় আমরা, পিতামাতাগণ, কিছুদিনের জন্য আমাদের সন্তানদের হারিয়ে ফেলি। যদিও "তাদের কিরূপে চলতে হবে সে সম্পর্কে আমরা তাদের শিক্ষা দিই" (হিতোপদেশ ২২:৬ দেখুন)। তারা তাদের জীবন কিভাবে যাপন করবে, সে সম্পর্কে

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, তারা হয়তো বিপথে চলে যেতে পারে। কিন্তু যখন তারা নিজেরা একটা বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা লাভ করে, তারা আমাদের কাছে ফিরে আসে এবং আমরা তাদের সারা জীবনের জন্য গ্রহণ করি।

অনেকে বিশ্বাস করেন যে, এই পত্রটি এক "প্রতিকল্প প্রায়শ্চিত্তের" উদাহরণ, যখন প্রেরিত পৌল ফিলীমনকে বলছেন, "যদি সে তোমার প্রতি কোন অন্যায় করিয়া থাকে কিম্বা তোমার কিছু ধারে, তবে তাহা আমার বলিয়া গণ্য কর" (ফিলীমন ১৮ পদ)। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, প্রভু যীশুও আমাদের জন্য এরূপ করেছিলেন। যখন যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেন, তিনি একান্তভাবে পিতাকে বলেছিলেন, "তাদের যে কোন ঋণ, আমার বলে গণ্য করো, আমি তা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করবো।"

আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফিলীমনের প্রতি পৌলের পত্রটি আমরা নানাভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে পারি।

ফিলীমনের প্রতি পৌলের এই সংক্ষিপ্ত পত্রে আমরা আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি। যেখানে পৌল ফিলীমনকে বলছেন, "তুমি যে আমার কাছে ঋণবৎ আপনাকেও ধার" (১৯ পদ)। অভিধান অনুসারে "আত্ম" শব্দের অর্থ হলো, "কোন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, নিজস্বতা, যা তাকে অপর সকল ব্যক্তি থেকে পৃথক করে।" ফিলীমনকে লেখা পৌলের মতানুসারে, যতক্ষণ না আমরা নূতনজন্ম গ্রহণ করি, আমরা নিজেদের হতে পারি না। যেহেতু ফিলীমন নবজন্ম লাভ করেছিলেন, পৌল তাঁকে লিখছেন, "নবজন্ম লাভ না করলে, তুমি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব লাভ করতে পার না। যেহেতু আমি তোমার নবজন্মের প্রতিনিধি, তুমি নিজের জন্য আমার কাছে ঋণী।"

সেইজন্য অনেক মানুষ ব্যর্থ, মোহগ্রস্থ ও অসুখী হন, কারণ ঈশ্বর তাদের যেভাবে গড়তে চান, তারা তা হয় না। ফিলীমনের প্রতি পৌলের এই পত্রে তিনি আমাদের বলছেন, যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন না করলে, আমরা কখনও ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে কে, কি কখনই হতে পারবো না, যেস্থান আমাদের জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন সেখানে থাকতে পারব না।

দশম অধ্যায়

তীমথিয়ের প্রতি পৌলের দ্বিতীয় পত্র

তীমথিয়ের উদ্দেশ্যে লেখা পৌলের দ্বিতীয় পত্রটি, প্রেরিত পৌলের শেষ উইল ও ইচ্ছাপত্র। মণ্ডলীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রথমবার রোমের কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর, পৌল স্পেনে প্রচারকার্য্যে যান এবং তারপর ইফিষে প্রত্যাবর্তন করেন। ইফিষ থেকে তিনি ট্রোয়াতে যান এবং যখন রোম সম্রাট নীরো রোম নগর আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের উপর দোষারোপ করেন, তখন পৌল ট্রোয়াতেই ছিলেন। যখন এই ঘটনা ঘটেছিল, রোম সাম্রাজ্যের সমস্ত খ্রীষ্ট-অনুগামীদের আইনবিরোধী বলে ঘোষণা করা হয় এবং শুধু রোমীয় সরকার নয় কিন্তু রোমান নাগরিকেরাও তাদের প্রতি অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল। যেহেতু তাদের সব থেকে বড় শত্রু ছিলেন পিতর ও পৌল, অনতিকাল পরেই পৌলকে পুনরায় বন্দি করা হয়।

পৌলকে যেভাবে বন্দি করা হয়, তার থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তিনি ঐ বন্দীত্ব ও কারারুদ্ধ অবস্থা সহ্য করতে পারছিলেন না (২ তীমথিয় ১:৪ পদ)। যখন পৌল তীমথিয়কে এই পত্রটি লিখছেন, তিনি জানেন, শীঘ্রই তার শাস্তি হবে। সেইজন্য এই মহান প্রেরিতের শেষ বাক্যগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ।

যদি আজকের দিনে, আপনি রোমের মামার্টাইন (Mamertine) কারাগার পরিদর্শন করেন, তাহলে এই পত্রের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে পারবেন। বলা হয় যে, এই কারাগারের মাটির তলায় একটি বদ্ধ কক্ষে প্রেরিত পৌলকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ঐ কক্ষটি ছিল দুর্গন্ধপূর্ণ এক ভয়ংকর স্থান। রোমীয়দের সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য বন্দিদের জন্য ঐ কক্ষটি সংরক্ষিত ছিল।

এই রকম অবস্থায়, পৌল কিভাবে তীমথিয়কে এই পত্র লিখেছিলেন ও সেটি কারাগারের বাইরে পাঠিয়েছিলেন, সেটাই এক রহস্য। অনীষিফর নামে এক বৃদ্ধ এবং পৌলের প্রিয় চিকিৎসক লূক ছাড়া আর সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। হতে পারে অণীষিফর বা লূক কেউ একজন ঐ পত্রটি

বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পৌল নিশ্চয় নিজেও এই পত্রটি লেখেন নি, অন্য কেউ তাঁর হয়ে লিখে দিয়েছিল।

যখন আপনি পৌলের এই শেষ কথাগুলি পাঠ করবেন, কখনও ভুলবেন না সেই ভয়ংকর কারাগারটিকে, যেখান থেকে পৌলের অন্তরের এই কথাগুলি নির্গত হয়েছিল।

"কারণ তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমার হস্তার্পণ দ্বারা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-দান তোমাতে আছে, তাহা উদ্দীপিত কর। কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ভীরুতার আত্মা দেন নাই, কিন্তু শক্তির, প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়াছেন" (২ তীমথিয় ১:৬-৭)।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই পদগুলি থেকে তীমথিয়ের এক বিশেষরূপ প্রকাশিত হচ্ছে। তীমথিয় একটু লাজুক প্রকৃতির ছিলেন, যারজন্য লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় সমস্যায় পড়তেন। পৌল তাঁকে স্মরণ করাচ্ছেন যে, অভিষেকের সময় পৌল যখন তীমথিয়ের উপর হস্তার্পণ করেছিলেন, তখন এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। তিনি লিখছেন, "যদি তুমি তোমার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রজ্জ্বলিত কর, তাহলে অপরের কাছে খ্রীষ্টের কথা বা খ্রীষ্টের কারণে কারারুদ্ধ এই যে আমি - তোমার বন্ধু - আমার কথা বলতে ভীত হবে না।"

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, আমরা দেখি যে, খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক কয়েকটি উদাহরণের আলোকে বর্ণিত হয়েছে। ৪ থেকে ৭ পদের মধ্যে পৌল যোদ্ধা, ব্যায়ামবীর ও কৃষকের উদাহরণ দিয়েছেন।

যোদ্ধা সম্পর্কে পৌল সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করতে যায়, সে নিজেকে শান্তির সময়ের কাজের ব্যাপারে আবদ্ধ করে রাখে না, কিন্তু সে যুদ্ধ জয়ের ব্যাপারে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করে। একইভাবে পৌল তীমথিয়কে বলছেন যেন তিনি খ্রীষ্টের জন্য যুদ্ধ করতে, নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করেন।

তারপর পৌল, ব্যায়ামবীরের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, — "আবার কোন ব্যক্তি যদি মল্লযুদ্ধ করে, সে বিধিমত যুদ্ধ না করিলে মুকুটে বিভূষিত হয় না" (২ তীমথিয় ২:৫)। খ্রীষ্টে জীবনযাপনেরও নিয়ম আছে, তার মধ্যে অন্যতম হল, যীশু খ্রীষ্টের জন্য আমাদের অবশ্যই ক্লেশভোগ করতে হবে।

আপনাকে নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে, তাঁকে অনুসরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে।

যখন পৌল কৃষক সম্পর্কে লেখেন, তিনি বিশেষভাবে বলতে চান যে, বীজবপন ও শস্যচ্ছেদন, উভয় সময়েই কৃষককে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। (৬) পৌল তীমথিয়কে বলছেন, "কৃষকের ন্যায় পরিশ্রম কর। বীজ বপন ও শষ্য ছেদনের সময় কঠিন পরিশ্রম কর এবং তুমি প্রচুর ফলে ফলবান হবে।"

ক্লেশভোগের কালেও, পৌল তাঁর সঙ্গে খ্রীষ্টের উপস্থিতি বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। যখন আমরা খুবই দুর্বল, আমাদের বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকে না, ঈশ্বর তখনও আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন এবং আমাদের সাহায্য করতে চান কারণ আমরা তাঁরই অংশ - তিনি আমাদের অস্বীকার করতে পারেন না। ঈশ্বরের সত্য এক বৃহৎ শৈলের ন্যায় - কোন কিছু তাকে স্থানচ্যুত করতে পারে না। এটা একটি ভিত্তি প্রস্তর, যার উপর লেখা আছে, "প্রভু জানেন, কে কে তাঁহার" (১৩, ১৯ পদ)।

আপনারা এই মহৎ সান্ত্বনার বাক্যগুলি পাঠ করার সময় তখন পৌলের দুঃখজনক পরিস্থিতির কথা স্মরণ করুন। পৌল লিখেছেন, হয়তো কখনও কখনও আমরা মানসিক, আবেগ, এমনকি আত্মিকভাবেও অসুস্থ ও দূর্বল হয়ে পড়ি - তখন আমাদের বিশ্বাস ও প্রার্থনা করার শক্তিও থাকে না। এই পরিস্থিতিতে আপনি কি বিমূঢ় হয়ে পড়বেন? না! এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যদি আমরা প্রার্থনা করতে দুর্বল হয়ে পড়ি এবং বিশ্বাস করতেও দুর্বল হয়ে যাই, ঈশ্বর কখনও তাঁর নিজের লোকদের অস্বীকার করবেন না। যদি আমরা আমাদের বিশ্বাস ধরে রাখতে নাও পারি, তিনি সদাসর্বদা আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন।

২০-২২ পদে পৌল বিশ্বাসীর জীবনকে পাত্রের সঙ্গে তুলনা করার শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন। তখনকার দিনে মানুষ নিজ নিজ গৃহে বড় বড় পাত্র রাখত। কতকগুলি পাত্র সম্মানজনক কার্য্যে ব্যবহৃত হতো, কতকগুলো আবার ততখানি সম্মানজনক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো না (তখনকার দিনে ঘরে ভিতরে কোন ফলের ব্যবস্থা ছিল না)।

পৌল লিখছেন, "তীমথিয়, তুমি যখন খ্রীষ্টকে অনুসরণ কর, এ কথা

তোমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তুমি অনাদরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পাত্রের ন্যায় হতে পার অথবা তোমার যৌবনের অভিলাষ থেকে পলায়ন করে, ধার্মিকতা, বিশ্বাস, প্রেম ও শান্তির অনুধাবন কর। তখন তুমি একটি সমাদরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পাত্রের ন্যায় হবে, যা প্রভুর ব্যবহারের জন্য শুদ্ধ ও সেবার উপযুক্ত।"

এই পত্রের অন্যতম পরিচিত পদ হল, পৌলের লেখা "তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর, এমন কার্য্যকরী হও যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থ রূপে ব্যবহার করিতে জানে" (২ তীমথিয় ২:১৫)। 'পরীক্ষাসিদ্ধ' শব্দটির অর্থ নিজেকে নিয়োজিত করা। পৌল বলছেন, "তীমথিয়, সুশৃঙ্খল হও, নিজেকে নিয়োজিত কর, যেন পাঠে তোমার নিষ্ঠা হেতু একদিন তুমি ঈশ্বরের দ্বারা সমর্থিত হতে পার।" নিজেকে সবসময় জিজ্ঞাসা করুন - আপনি কি ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করেন অথবা আরও শেখার জন্য নিজেকে সত্যই নিয়োজিত করেছেন?

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে, কিভাবে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য লোকেদের সাহায্য করা যায়, সেই সম্পর্কে যুবক পুরোহিত তীমথিয়কে উপদেশ দিচ্ছেন। আজকের দিনে আমরা এটিকে পালকের পরামর্শদান বলে অভিহিত করি। পৌল ও তীমথিয়ের সময়ে, এটিকে পালন করা বলা হতো। কৌতূহলের বিষয় এই যে, ঐরূপ দুঃখজনক পরিস্থিতিতেও পৌল তীমথিয়কে উত্তম মেষপালক হওয়ার কৌশল শিক্ষা দিচ্ছেন।

পৌল তীমথিয়কে বলছেন, যে সমস্ত লোকদের তিনি সংশোধন ও পরামর্শদান করছেন, তাদের নিয়ে সমস্যা হল যে, তারা তাদের জীবনে ঈশ্বরের অপূর্ব পরিকল্পনার বিপরীতে কাজ করছেন, (একটি অনুবাদে বলা হয়েছে, তারা নিজেরাই নিজেদের বিরোধিতা করছে)। তারা শয়তানের ফাঁদে পড়েছে (২৬)। নানা কারণে লোকে এরূপ করে। তারা নিজেদের অন্য লোকেদের সঙ্গে তুলনা করে বা অন্য লোকেদের নকল করে অথবা অন্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অর্থে আমরা নানা ভাবে 'নিজেদের হারিয়ে' ফেলতে পারি। সে সব মানুষ তাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার

বিরোধিতা করে তারা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং জীবনে অসুখী হয়ে পড়ে।

পৌল বলছেন, "তীমথিয়, যদি তুমি মৃদুতা, ভদ্রতা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে এইসব লোকেদের কথা স্মরণ কর, তাহলে আত্মার এই তিনটি ফল, তোমাকে শ্রবণ করানোর জন্য ঈশ্বরের দ্বার উন্মুক্ত রাখবে। তুমি তখন এই সব লোকেদের উপদেশ দেবে এবং তাদের সম্মুখে সেই সত্য স্থাপন করবে, যা তাদের মুক্ত করবে"। তুমি কখনই এই সব লোকেদের সঙ্গে বিবাদ করবে না কারণ তাহলে ঈশ্বরের জন্য দ্বার রুদ্ধ হবে এবং তারা শয়তানের ফাঁদে পড়বে। আমার মনে হয়, আত্মিক, পালকীয় পরামর্শদানের উপরে, এ পর্য্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে, এগুলিই হল, সর্বাপেক্ষা সুন্দর উপদেশ বাক্য।

আপনি যা শিখলেন, সে বিষয়ে কি করবেন?

এই পত্রের মূলকথা ৩:১০-৪:৫ পদে পাওয়া যায়। পৌল বুঝতে পারছেন, তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, সম্ভবতঃ দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই পত্রগুলিরশ্রুতি লিখন হচ্ছে এবং গোপনে কারাগারের বাইরে পাঠানো হচ্ছে। তীমথিয়কে যখন এই শেষ বাক্যগুলি আদেশ করা হচ্ছে, আমরা পৌলের কথার গুরুত্ব অনুভব করতে পারি। এগুলি তাঁর বিশ্বাস, তাঁর ক্লেশভোগ, তীমথিয়ের প্রতি তাঁর মমতা এবং সুসমাচারের সত্যের গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। এই অনুচ্ছেদে পৌল বহুবার তীমথিয়কে বলেছেন - "তুমি জান, তুমি জান, তুমি জান।" কিভাবে তীমথিয় এই সকল কথা জানবে, যা পৌল বলেছিলেন, তীমথিয় জানেন?

এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর হল, তীমথিয় এসব কথা জানতেন কারণ তিনি পৌলের জীবনে এগুলি লক্ষ্য করে ছিলেন। পৌল এখন তীমথিয়কে বিশেষভাবে এই প্রশ্ন করছেন, "তুমি এখন যা শিখলে, সে বিষয়ে কি করবে?

পৌল তীমথিয়কে এই শেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন - "আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে এবং যিনি জীবিত ও মৃতগণের বিচার করিবেন, সেই যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষাতে, তাঁহার প্রকাশপ্রাপ্তি ও তাঁহার রাজ্যের দোহাই দিয়া,

তোমাকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিতেছি, তুমি বাক্যে প্রচার কর, সময়ে অসময়ে কার্য্যে অনুরক্ত হও, সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা ও শিক্ষাদান পূর্বক অনুযোগ কর, ভর্ৎসনা কর, চেতনা দাও। কেননা এমন সময় আসিবে, যে সময় লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু আপন আপন অভিলাষ অনুসারে আপনাদের জন্য রাশি রাশি গুরু ধরিবে এবং সত্য হইতে কান ফিরাইয়া গল্পের দিকে বিপথে যাইবে। কিন্তু তুমি সর্ববিষয়ে মিতাচারী হও, দুঃখভোগ স্বীকার কর, সুসমাচার-প্রচারকের কার্য্য কর, তোমার পরিচর্য্যা সম্পন্ন কর" (২ তীমথিয় ৪:১-৫ পদ)।

এই বাক্যগুলি আমাদের সকলকেই প্রভুর কাজ করার জন্য বিশ্বস্ত ও পরিশ্রমী হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে এবং আমারা যা জেনেছি সে বিষয়ে কি করবো, সেই সিদ্ধান্ত নিতে বলছেন। পৌলের এই সর্বশেষ উইল ও ইচ্ছাপত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রায়গিক বিষয় হল, পৌল ও তীমথিয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক। যদি আপনি বিশ্বাসে বা পরিচর্য্যা কার্য্যে নবীনহন, আপনার একান্তভাবে একজন পৌল দরকার। যদি আপনি একজন পরিণত ও পরিপক্ক বিশ্বাসী বা পালক হন, আর যদি তীমথিয়ের ন্যায় নবীন বিশ্বাসী বা পালককে পরিচালিত না করেন, তবে আপনি অপরাধী বলে গণ্য হবেন।

একজন বৃদ্ধ সৈনিকের শেষ কথা

নির্দেশদানের এই পবিত্র কাব্যগুলির পর, পৌল এমন কতকগুলি কথা বলেছিলেন, যা তীমথিয়ের অন্তর দুঃখে পূর্ণ করে তোলে। এগুলি হল সেই সুমহান প্রচারক, পালক, শিক্ষক, ঈশতত্ত্ববিদ্ ও মণ্ডলীর ইতিহাসে নূতন নিয়মের শ্রেষ্ঠ লেখকের শেষ কথা, "কেননা এখন আমি পেয় নৈবেদ্যের ন্যায় ঢালা যাইতেছি এবং আমার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে; আমি উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ করিয়াছি, নিরূপিত পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িয়াছি, বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি। এখন অবধি আমার নিমিত্ত ধার্মিকতার মুকুট তোলা রহিয়াছে, প্রভু সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিন আমাকে তাহা দিবেন, কেবল আমাকে নয় বরং যত লোক তাঁহার প্রকাশ প্রাপ্তি ভালবাসিয়াছেন, সেই সকলকেও দিবেন" (২ তীমথিয় ৪:৬-৮ পদ)।

গালাতীয় থেকে ফিলীমন

চতুর্দ্দশ অধ্যয়ন পুস্তিকা

বেদ পাঠশালা

গালাতীয় থেকে ফিলীমন

আত্মিক জীবনের প্রতি ইঙ্গিতগুলি

চতুর্দ্দশ পুস্তিকা

বেদ পাঠশালা
(Ved Pathshala)

৬৭ বেরাক্কা রোড, কিলপক
চেন্নাই - ৬০০ ০১০

Galatians through II Timothy
Booklet - 14
Bengali

IBL
2002

For additional booklets write to

India Bible Literature,
67, Beracah Road, Kilpauk,
Chennai - 600 010

Ph. : 6425166, Fax : 6428298
E-mail : ibl.maa@iblchennai.org